কুলদা রঞ্জন রায় প্রণীত
পুরাণের গল্প
প্রকাশক : এ, মুখার্জ্জী
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মুদ্রাকর :
শ্রীসুবোধকুমার পাল
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
৫৯-সি, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য একটাকা চারি আনা মাত্র

চিত্রকর : পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

এ, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং : কলিকাতা—১২

প্র কা শ কে র নি বে দ ন

বাংলা দেশে শিশু সাহিত্যে যাঁহারা নাম করিয়া গিয়াছেন, কুলদারঞ্জন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার কয়েকখানি বই এক সময় শিশু মহলের যথেষ্ট আদরের সামগ্রী—ছিল। বইগুলির সংস্করণ ফুরাইয়া যাইবার পর দীর্ঘকাল পুনর্মুদ্রিত না হওয়ায় তাহার অভাব শিশুদের সহিত আমরাও অনুভব করিয়া আসিয়াছি। 'পুরাণের গল্পের' সহিত আরও তিনখানি বই "ছেলেদের বেতাল পঞ্চ বিংশতি", 'কথা সরিৎসাগর', ও 'রবিনহুড' পুনর্মুদ্রিত করিয়া সেই অভাব আমরা মিটাইলাম। আশা করি কিশোর বন্ধুরা এই বইগুলি পাইয়া—খুশিই হইবে।

গ্র ন্থ কা রে র নি বে দ ন

এই পুস্তকের গল্পগুলি ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রভৃতি পুরাণ হইতে সংগৃহীত। এগুলি শিশুপাঠ্য "সন্দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; এখন পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বালক বালিকাগণ শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিলে, শ্রম সফল মনে করিব।

কলিকাতা, ১১ চৈত্র, ১৩৪২ সন

পুরাণের গল্পের সূচী।

এই বলিয়া বিষ্ণু নন্দীর সাক্ষাতেই নিজের আঙ্গুল গরুড়ের মাথায় রাখিলেন। বিষ্ণুর আঙ্গুলের চাপে গরুড়ের মাথা তাহার কাঁধের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, তাহার কাঁধ চ্যাপ্‌টা হইয়া গেল! বেচারি গরুড় তখন প্রাণের দায়ে যোড় হস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতি বন্দনা করিয়া বলিল—"হে প্রভু! হে নারায়ণ! আমি আপনার ভৃত্য, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ, আমার প্রভু। ভৃত্য শত অপরাধ করিলেও প্রভু তাহার দোষ ক্ষমা করিয়া থাকেন!"

গরুড়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া লক্ষ্মীর দয়া হইল, তিনিও তাহার মুক্তির জন্য বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন। তখন নারায়ণ নন্দীকে বলিলেন—"তুমি গরুড়ের সহিত এই মণিনাগকে শিবের নিকট লইয়া যাও। শিবের অনুগ্রহে গরুড় আবার তাহার নিজের শরীর ফিরিয়া পাইবে।"

নন্দী মণিনাগের সহিত গরুড়কে শিবের নিকট লইয়া গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মহাদেব তখন গরুড়কে বলিলেন—"হে বিনতানন্দন! তুমি গৌতমী-গঙ্গায় গিয়া স্নান কর, তাহা হইলে তোমার নিজের শরীর ফিরিয়া পাইবে।"

মহাদেবের উপদেশ মত গরুড় গৌতমী-গঙ্গায় স্নান করিয়া, পুনরায় বজ্রের মত কঠিন সোনার শরীর পাইয়া, বিষ্ণুর নিকট ফিরিয়া গেল।

গৌতম ও মণিকুণ্ডল

(ব্রহ্মপুরাণ

গোতমী গঙ্গার দক্ষিণ পারে ভৌবন রাজার রাজ্যে, কৌশি নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তাঁহার পুত্রের নাম ছি গৌতম। গৌতম নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেও, তাহার স্বভ অতিশয় মন্দ ছিল। সেই রাজ্যে মণিকুণ্ডল নামে একজ ধনবান্ বণিক্ থাকিত। তাহার সহিত গৌতমের এরূপ বন্ধু ছিল যে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না।

একদিন গৌতম মণিকুণ্ডলকে বলিল—"বন্ধু! চল আম বিদেশে গিয়া ধন উপার্জ্জন করি।" মণিকুণ্ডল বলিল- "আমার পিতা বিস্তর ধন রাখিয়া গিয়াছেন, আর ধন দিয়া আ কি করিব?" কিন্তু গৌতম কিছুতেই শুনিল না, নানা রক বুঝাইয়া মণিকুণ্ডলকে রাজি করিল। মণিকুণ্ডল লোকটি নিতা সরল এবং সাদাসিধে, সে তাহার সমস্ত ধন গৌতমের হাতে দি বলিল—"বন্ধু! তবে আর দেরি কেন? চল আমরা এখন বিদেশযাত্রা করি।"

পিতামাতাকে কিছু না বলিয়া, দুইজনে গোপনে বাহির হই গেল। দুষ্ট ব্রাহ্মণের মনের ইচ্ছা এই যে, বণিক্‌কে ঠকাই কোন উপায়ে তাহার ধন কাড়িয়া লইবে। বেচারি মণিকুণ্ড

নিতান্ত ভাল মানুষ, সে ব্রাহ্মণের দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল না। একদিন গৌতম মণিকুণ্ডলকে বলিল—"বন্ধু! অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, পৃথিবীর ধার্ম্মিক লোকেরাই যত কষ্ট ভোগ করে, আর অধার্ম্মিকেরা বেশ সুখে দিন কাটায়। তাই আমি বলি যে ধর্ম্মের দ্বারা মানুষের কোন লাভ নাই!"

মণিকুণ্ডল লোকটি খুবই ধার্ম্মিক ছিল, গৌতমের কথায় সে ভারি ব্যস্ত হইয়া বলিল—"ছিঃ বন্ধু! ওকি কথা বলিতেছ? ধর্ম্ম ছাড়িয়া অধর্ম্ম? তাহা কখনই হইতে পারে না। যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সুখ। যেখানে পাপ সেখানে যত দুঃখ, যত ক্লেশ।"

এ তর্কের কিছুতেই মীমাংসা হইল না। তখন তাহারা এই পণ করিল যে, লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহার জয় হইবে, সে অপরের সমস্ত ধন পাইবে।

পথে চলিতে চলিতে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই তাহারা এই প্রশ্ন করিল—"ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের মধ্যে কাহার শক্তি বেশী?" প্রায় সকলেই বলিল—"মহাশয়! যেরূপ দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয় যে অধর্ম্মই বড়। কেন না, ধার্ম্মিক লোকেরাই যত কষ্ট ভোগ করে আর দুষ্ট লোকেরা বেশ সুখে আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়।" তখন গৌতমই জিতিল এবং পণ অনুসারে বণিকের সমস্ত ধন তাহার হইল। কিন্তু সাধু মণিকুণ্ডল তবু ধর্ম্মের প্রশংসা ছাড়িল না। তাহাতে ব্রাহ্মণ

বলিল—"হে বণিক্! এই মাত্র তোমার সমস্ত ধন জিতি লইয়াছি, তবু তুমি সেই ধর্ম্ম ধর্ম্মই করিতেছ? তোমার ম নির্লজ্জ দেখি নাই।" মণিকুণ্ডল ব্রাহ্মণের কথায় কর্ণপাত করি না, ধর্ম্মেরই গুণগান করিতে লাগিল।

তখন দুষ্ট ব্রাহ্মণ আবার বলিল—"আচ্ছা! তাহা হইলে চল এবারে দুটি হাত পণ রাখি। যাহার হার হইবে, তাহার হাত দুটি কাটা যাইবে।" মণিকুণ্ডল তাহাতেই রাজি হইল। তারপর পূর্ব্বের মত লোকদিগকে প্রশ্ন করিয়া ঠিক পূর্বে মতই উত্তর পাইলে পর ব্রাহ্মণ বলিল—"আমারই জয় হইয়াছে এই বলিয়া বেচারি বণিকের হাত দুখানি কাটিয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ধর্ম্মটাকে এখন কেমন মনে হয়?" স মণিকুণ্ডল বলিল—"প্রাণ গেলেও ধর্ম্মকেই বড় মনে করিব।"

তারপর দুইজনে চলিতে চলিতে, গঙ্গাতীরে এক মন্দিরে নিকটে গিয়া উপস্থিত। সেখানে গিয়া আবার তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের তর্ক উঠিল। মনিকুণ্ডলের মুখে পূর্ব্বের ম ধর্ম্মেরই গুণগান শুনিয়া, পাপিষ্ঠ গৌতম বলিল—"তোমার গিয়াছে, হাত দুখানি কাটা গিয়াছে, এখন আছে শুধু প্রাণটুকু এখনও যদি তোমার জেদ না ছাড়, তবে তলোয়ার দিয়া তোম মাথা কাটিয়া ফেলিব। মণিকুণ্ডল হাসিয়া বলিল—"তোম যাহা ইচ্ছা করিতে পার কিন্তু তবু আমি ধর্ম্মকেই বড় বলিব

যে পাপিষ্ঠ ধর্ম্মের নিন্দা করে, তাহাকে স্পর্শ করিলেও পাপ হয়।"

মণিকুণ্ডলের কথায় ব্রাহ্মণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিল—"তবে আইস এবারে পণ করি, যে হারিবে তাহার প্রাণ যাইবে।" বণিক্ তাহাতেই সম্মত হইল। লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহারা পুনরায় পূর্ব্বমতই উত্তর পাইল। তখন দুরাত্মা ব্রাহ্মণ, মণিকুণ্ডলকে হরিমন্দিরের সম্মুখে মাটিতে ফেলিয়া, তাহার চক্ষু দুটি তুলিয়া লইয়া বলিল—"বণিক্! সর্ব্বদা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া তোমার ধন গিয়াছে, হাত গিয়াছে, চক্ষু দুটিও হারাইয়াছ। সুতরাং আর ওরূপ কথা মুখে আনিও না—আমি এখন চলিলাম।" মন্দিরের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া মণিকুণ্ডল চিন্তা করিতে লাগিল—"হা ভগবান্! ধর্ম্মের জন্য আমার এ দুর্দ্দশা হইল কেন?" এরূপ অসহায় অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

সে দিন ছিল শুক্লপক্ষের একাদশী। সেই দিনে রাক্ষস-রাজ বিভীষণ, হরিমন্দিরে পূজা করিবার জন্য সেখানে আসিতেন। রাত্রি হইলে পর, বিভীষণ লোকজন সঙ্গে লইয়া সেই মন্দিরে আসিয়া, হরির পূজা করিতে লাগিলেন। পূজার পর তাঁহার পুত্র পরম ধার্ম্মিক বৈভীষণি, সেই বণিককে দেখিতে পাইয়া এবং তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া পিতাকে সমস্ত কথা জানাইল। তাহাতে

পরম দয়ালু বিভীষণ পুত্রকে বলিলেন—"বাবা! পূর্ব্বকালে লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে বিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য, হনুমান একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বত তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই পর্ব্বতে 'বিশল্যকরণী' ও 'মৃতসঞ্জীবনী' এই দুইটি মহৌষধ ছিল। এই ঔষধের গুণে লক্ষ্মণ জীবিত হইলে পর, হনুমান পর্ব্বত লইয়া ফিরিয়া যাইবার পথে, এই মন্দিরের নিকটে সেই ঔষধের গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আর ঐ দেখ, সেই ডাল হইতে কত বড় গাছ হইয়াছে। এই গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া, এই বণিকের শরীরে ছোঁয়াইয়া দাও, তাহা হইলেই সে পুনরায় সুস্থ হইবে।"

বিভীষণের পরামর্শ মত সেই গাছের ডাল আনিয়া, বণিকের শরীরে লাগাইবামাত্র সে সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার হাত এবং চোখ যেমন ছিল আবার তেমনই হইল। তখন বণিকের আনন্দ দেখে কে! সে ধর্ম্মের গুণ গাহিতে গাহিতে, গঙ্গার জলে স্নান করিয়া ভগবানকে প্রণাম করিল। তারপর, ঐ আশ্চর্য্য গুণযুক্ত গাছের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া, সে স্থানে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না।

অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া, বণিক্ মহপুর রাজ্যে গিয়া উপস্থিত। সে দেশের রাজার কোন পুত্রসন্তান ছিল না---একটি মাত্র কন্যা ছিল, সেও আবার অন্ধ। রাজার মনে বড়ই দুঃখ; তিনি

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, দেব, দানব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কেহ রাজকন্যার চক্ষু ভাল করিয়া দিবে, তাহারি সহিতেই কন্যার বিবাহ দিবেন এবং তাহাকে সমস্ত রাজ্য দিবেন। লোকের মুখে এই কথা শুনিয়া বণিক্ বলিল—'আমি রাজকন্যার চক্ষু ভাল করিব।" রাজার লোকেরা বণিক্কে তাঁহার নিকট লইয়া গেল। বণিক্ সেই গাছের ডাল ছোঁয়াইবামাত্র, রাজকন্যা চক্ষু ফিরিয়া পাইলেন। তখন রাজার মনে কি যে আনন্দ হইল তাহা বলিবার নহে। তিনি তখনই ঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন করিলেন। দেখিতে দেখিতে বণিকের সহিত রাজকন্যা বিবাহ হইয়া গেল। রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বণিক রাজা হইল। এখন আর তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু এত সুখ পাইয়াও, সে তাহার বন্ধু গৌতমের কথা ভুলিতে পারিল না। গৌতমকে অনেক দিন না দেখিয়া ক্রমে সে অস্থির হইয়া পড়িল। এমন সময় এক দিন হঠাৎ সে ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। তাহার আর সে চেহারা নাই; মুখখানি মলিন, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, হাতে একটিও পয়সা নাই। কথায় বলে—'পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়', বণিক্কে ঠকাইয়া সে যে রাশি রাশি ধন পইয়াছিল, তাহা কোন্ দিন জুয়াখেলায় নষ্ট করিয়াছে। মণিকুণ্ডল ব্রাহ্মণকে পরম আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া, বাড়ীতে লইয়া গিয়া খুব যত্ন করিল।

মণিকুণ্ডলের নিকট তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া, গৌতমের মন ফিরিয়া গেল। সে গঙ্গাস্নান করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল এবং সেই হইতে সে আত্মীয়স্বজন ও মণিকুণ্ডলের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মেই দিন কাটায়। দুষ্ট গৌতম একজন পরম ধার্ম্মিক হইয়া উঠিল।

ইল রাজার উপাখ্যান

(ব্রহ্মপুরাণ)

সেকালে সূর্য্যবংশে, ইল নামে খুব ক্ষমতাশালী এক রাজা ছিলেন। রাজা ইল শিকার করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি একদিন অনেক সৈন্যসামন্ত এবং লোকজন সঙ্গে লইয়া শিকারের জন্য বনে গেলেন। প্রতিদিন বনে বনে ঘুরিয়া শিকার করিতে করিতে, তাঁহার এতই ভাল লাগিল যে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। তিনি তাঁহার লোকদিগকে বলিলেন—"তোমরা সকলে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া, আমার পুত্রকে লইয়া রাজত্ব কর; আমি জনকতক লোকের সহিত এখানে থাকিয়া, কিছুকাল শিকার করিব।" রাজার কথায় সকলেই রাজধানীতে ফিরিয়া গেল। তখন তিনিও বনে বনে শিকার করিতে করিতে ক্রমে হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজা দেখিলেন, গভীর বনের মধ্যে অতি সুন্দর, ঠিক অট্টালিকার মত সুসজ্জিত একটি গহ্বর। এই গহ্বরে যক্ষরাজ সমন্যু ও তাঁহার স্ত্রী সমা থাকিতেন। যক্ষেরা নানারূপ মায়া জানে; সমা ও সমন্যু অনেক সময় হরিণের রূপ ধরিয়া, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সেদিনও তাঁহারা বেড়াইতে

বাহির হইয়াছিলেন। রাজা ইল জানেন না যে, সেটা যক্ষের বাড়ী, কাজেই এমন সুন্দর সাজান শূন্য গহ্বরটি দেখিয়া তাঁহার লোভ হইল; তিনি লোকজন লইয়া সেইটাকে দখল করিয়া বসিলেন।

যক্ষরাজ বন হইতে ফিরিয়া আসিলে, রাজার সেই অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া বড়ই চটিয়া গেলেন। কিন্তু এখন উপায়? ইল রাজাকে ত যুদ্ধ করিয়া জয় করা সহজ নয়! আর, গহ্বরটি ছাড়িয়া দিতে বলিলে কি তিনি তাহা শুনিবেন? যক্ষরাজ তখন তাঁহার আত্মীয় বড় বড় যক্ষ যোদ্ধাদিগকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "তোমরা ইল রাজার নিকট হইতে যেরূপে পার, আমার গহ্বরটি উদ্ধার করিয়া দাও।" তাঁহার কথায়, সকল যক্ষযোদ্ধা মিলিয়া ইলরাজাকে গিয়া বলিল—"শীঘ্র আমাদের গহ্বর ছাড়িয়া দাও, নতুবা যুদ্ধ করিয়া এখনই তোমাকে তাড়াইয়া দিব।" একথায় ইলরাজার অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি তখনই যক্ষদিগের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, তাহাদিগকে হারাইয়া দিলেন। বেচারি যক্ষরাজ কি আর করেন, স্ত্রীকে লইয়া মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান ছাড়া, তাঁহার আর উপায় রহিল না।

এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন যক্ষরাজ স্ত্রীকে বলিলেন— "দেখ সমা! নিজের বাড়ী ছাড়িয়া বনে বনে আর কতদিন ঘুরিয়া বেড়াইব? এই অত্যাচারী দুষ্ট রাজাকে, ফাঁকি দিয়া না

তাড়াইলে ত চলিবে না? তুমি এক কাজ কর—সুন্দরী হরিণী সাজিয়া রাজাকে ভুলাইয়া যেরূপে পার একবার যদি তাঁহাকে উমা বনে লইয়া যাও, তবেই রাজা মহাশয় জব্দ হইবেন। আমি ত আর সেখানে যাইতে পারিব না, কাজেই তোমাকে এ কাজটা করিতে হইবে।”

ইহা শুনিয়া যক্ষিণী বলিল—“তুমি কেন উমা বনে যাইবে না? সেখানে গেলে দোষ কি?”

যক্ষরাজ বলিলেন—“পার্ব্বতীর অনুরোধে, মহাদেব তাঁহার জন্য একটি নির্জ্জন বন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন—তাহারই নাম ‘উমাবন’। মহাদেব বলিয়াছেন যে, সেখানে তিনি, গণেশ, কার্ত্তিক, আর নন্দী এই কয়জন ছাড়া অন্য পুরুষ কেহ গেলে তখনই সে স্ত্রীলোক হইয়া যাইবে। এখন বুঝিতেই পার, সেখানে আমার যাইবার সাধ্য নাই।”

ইহার পর, যক্ষের উপদেশ মত সমা হরিণী সাজিয়া, ইল রাজার সম্মুখে গিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়াই রাজার মনে শিকারের লোভ চাপিল, তিনি একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে তাড়া করিলেন। মায়াবিনী হরিণীও রাজাকে ক্রমে সেই উমাবনের দিকে লইয়া চলিল। এইরূপে যখন সে বুঝিতে পারিল, যে, রাজা উমা বনে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন হঠাৎ সে হরিণীরূপ ছাড়িয়া পুনরায় যক্ষিণী হইয়া, একটা অশোক

গাছের তলায় দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া, রাজাও সেই অশোক গাছের নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যক্ষিণী হাসিতে হাসিতে বলিল--"কি গো সুন্দরী ইলা ! তুমি স্ত্রীলোক হইয়া পুরুষের বেশে একা ঘোড়ায় চড়িয়া, কাহাকে খুঁজিতেছ ?" যক্ষিণী তাঁহাকে 'ইলা' বলিয়া সম্বোধন করায়, রাজার ভারি রাগ হইল এবং তিনি তাহাকে ধমক দিয়া, সেই হরিণীটার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যক্ষিণী বলিল— "ইলা ! তুমি রাগ করিতেছ কেন ? আমি ত কোন অন্যায় কথা বলি নাই ?"

ততক্ষণে রাজার চৈতন্য হইল যে, তিনি সত্য সত্যই স্ত্রী লোক হইয়া গিয়াছেন ! এখন উপায় ? ইলা তখন বিষম ভয় পাইয়া, যক্ষিণীকে এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোহাই তোমার, সত্য করিয়া বল, কেন আমি স্ত্রীলোক হইলাম---তুমি নিশ্চয় ইহার কারণ জান। তুমিই বা কে, তাহাও আমাকে বল।" যক্ষিণী বলিল---"আমার পতি যক্ষরাজ সমন্যু হিমালয়ের গহ্বরে থাকেন, আমি তাঁহার পত্নী সমা। আপনি এতদিন যে গহ্বরে আছেন, সেটাই আমাদের বাড়ী। আমিই হরিণী সাজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া এই উমাবনে আনিয়াছি। মহাদেবের আদেশ অনুসারে, কোন পুরুষ মানুষ এখানে আসিতে পারে না, আসিলেই সে স্ত্রীলোক হইয়া যায়।

এই জন্যই আপনি স্ত্রীলোক হইয়াছেন। এখন দুঃখ করিয়া আপনার কোন লাভ নাই। আপনি ক্ষত্রিয় যোদ্ধ এবং সূর্য্য-বংশের উপযুক্ত বীর ছিলেন—কিন্তু আপনার যুদ্ধা করা আর শিকার করা এখন জন্মের মত শেষ হইল। আর তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ কি? দুদিন পরে আপনিই সে সব কথা ভুলিয়া যাইবেন।"

যক্ষিণীর কথায় ইলা আরও ভয় পাইয়া বলিলেন—"যক্ষিণি! তুমি অনুগ্রহ করিয়া বল, কি করিয়া আমার সময় কাটিবে, আমি কাহার আশ্রয়ে থাকিব।"

যক্ষিণী বলিল—"পূর্ব্বদিকে খানিক দূরেই, চন্দ্রের পুত্র মহাত্মা বুধের আশ্রম আছে। বুধ তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতিদিন এই পথ দিয়া যান। তিনি যখন যাইবেন, তখন তুমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইও; তিনিই তোমাকে আশ্রয় দিবেন।"

ইহার পর একদিন বুধগ্রহ পিতার নিকট যাইবার পথে সুন্দরী ইলাকে দেখিয়া বলিলেন—হে সুন্দরি! তুমি একাকী এই বনে কি করিয়া আসিলে? তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে আমার রাণী করিয়া রাখিব। ইলা সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হইয়া বুধের সঙ্গে গেল, বুধও তাহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিবাহ করিলেন।

কিছুকাল পরে ইলার পরম সুন্দর একটি পুত্র জন্মিল।

অনেক মুনি ঋষি এবং দেবতা তাহাকে দেখিবার জন্য সেখানে আসিলেন। জন্মিবামাত্রই সে শিশু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার এইরূপ "পুরু" অর্থাৎ উচ্চ রব শুনিয়া দেব-ঋষিরা তাহার নাম রাখিলেন পুরূরবা। পুরূরবা দিন দিন বড় হইতে লাগিল; বুধ নিজে তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি নানা রকমের বিদ্যা শিখাইলেন।

ইলা যদি তাঁহার পূর্ব্বকার সমস্ত কথা ভুলিতে পারিতেন, তবে তাঁহার দুঃখের কোনই কারণ থাকিত না। কিন্তু সে সকল কথা তাঁহার মনে জাগিয়া রহিল। বড় হইয়া পুরূরবা দেখিলেন, তাঁহার মা অনেক সময় মলিন মুখে বসিয়া বসিয়া কি জানি ভাবেন। একদিন মাকে ঐরূপ চিন্তা করিতে দেখিয়া, পুরূরবা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি সময় সময় মুখখানি মলিন করিয়া কি চিন্তা কর? কিসের জন্য তোমার এত দুঃখ? তুমি আমায় বল কিসে তোমার দুঃখ দূর হইবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

ইলা বলিলেন—"বাবা! তোমার পিতা বুধ সকলই জানেন; তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনিই তোমাকে উপদেশ দিবেন।" পুরূরবা তখন পিতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিয়া উপদেশ চাহিলেন। বুধ বলিলেন—"পুরূরবা, ইলার পূর্ব্বকথা সবই আমার জানা আছে। বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ

ইল, উমাবনে প্রবেশ করিয়া, মহাদেবের শাপে সকল হারাইয়া, এখন অসহায় স্ত্রীলোকরূপে সংসারে বাস করিতেছেন। তুমি গৌতমীগঙ্গায় স্নান করিয়া, মহাদেব এবং পার্ব্বতীর বিধিমতে পূজা কর ; তাঁহাদের অনুগ্রহ হইলেই এ শাপ দূর হইতে পারে—নতুবা আর কোন উপায় নাই।”

পিতার উপদেশে পুরূরবা গৌতমীগঙ্গায় চলিলেন, ইলা এবং বুধও তাঁহার সঙ্গে গেলেন। গৌতমীগঙ্গায় স্নান করিয়া, তিনজনে মহাদেব ও ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব ও পার্ব্বতী তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া বলিলেন—“তোমাদের পূজায় আমরা অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল—তাহাই তোমাদিগকে দিব।” পুরূরবা বলিলেন—“প্রভু! ইল রাজা না জানিয়া আপনার বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; তাঁহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া শাপ হইতে মুক্ত করুন।” মহাদেবের মত লইয়া ভগবতী বলিলেন—“তথাস্তু, ইলরাজা এখন গৌতমীতে স্নান করিলেই, তাঁহার পূর্ব্বমত রূপ লাভ করিবেন।”

পার্ব্বতীর কথায়, ইলা গৌতমীগঙ্গায় ডুব দিয়া মাথা তুলিবামাত্র, সকলে দেখিল ইলা আর নাই, তাহার স্থানে সশস্ত্র মহারাজ ইল যোদ্ধৃবেশে জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। সেই অবধি সে স্থানের নাম হইল ‘ইলাতীর্থ’।

শ্বেত ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

(বিষ্ণুপুরাণ)

সেকালে শ্বেত নামে এক ব্রাহ্মণ, গৌতমী নদীর তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ শিবের পরম ভক্ত— প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত শিবের বন্দনা করিতে করিতে, ক্রমে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তখন তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য যমদূতেরা আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু শিবভক্ত ব্রাহ্মণের ঘরের ভিতরে তাহারা প্রবেশই করিতে পারিল না।

এদিকে, বিলম্ব দেখিয়া যম মৃত্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "সেই শ্বেত ব্রাহ্মণ এখনও আসিল না কেন? দূতেরাই বা কেন ফিরিয়া আসিতেছে না? বাস্তবিক, তুমি মৃত্যু তোমার কাজে এমন অনিয়ম হওয়া কখনই উচিত নয়।" একথায় মৃত্যুর বড়ই রাগ হইল এবং তিনি নিজেই ব্রাহ্মণের কুটীরে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, যমদূতেরা ভয়ে ভয়ে কুটীরের বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—'এ কি! তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন?' দূতেরা বলিল—"স্বয়ং মহাদেব শ্বেত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতেছেন, কাজেই আমরা তাহার দিকে চাহিতেও ভরসা পাইতেছি না।" মৃত্যু তখন ব্রাহ্মণের নিকটে গেলেন।

কে মৃত্যু, কাহারাই বা তাঁহার দূত, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কিছুই জানিতেন না ; সুতরাং তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই—তিনি একমনে মহাদেবেরই পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে শিবের অনুচর দণ্ডী মৃত্যুকে পাশহস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এখানে কি দেখিতেছ ?" মৃত্যু বলিলেন—"আমি শ্বেত দ্বিজকে লইতে আসিয়াছি। দণ্ডী বলিল—"তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" এ কথায় মৃত্যু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, শ্বেত দ্বিজকে পাশ ছুড়িয়া মারিলেন। দণ্ডীও ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার হাতে ছিল মহাদেবের দণ্ড, সেই দণ্ড দিয়া মৃত্যুকে ধরাশায়ী করিল !

তখন যমদূতেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া যমরাজাকে সমস্ত সংবাদ জানাইবামাত্র তিনিও মহিষে চড়িয়া প্রস্তুত হইলেন। যমরাজার সৈন্যেরাও সাজিয়া গুজিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। শ্বেত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া সকলে উপস্থিত। দলবল সহ মহিষে চড়িয়া যমকে আসিতে দেখিয়া শিবের লোকেরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। তখন সেখানে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে অতি ভীষণ।

কার্ত্তিক তাঁহার শক্তি দিয়া যমের লোকদের কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। অবশেষে যমরাজাকেও গুরুতররূপে আহত করিলেন। যমকে মরণাপন্ন দেখিয়া, তাঁহার অবশিষ্ট

সৈন্যগণ গিয়া সূর্য্যকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। সূর্য্য ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মাও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণকে লইয়া, যমের নিকটে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন, যম গঙ্গাতীরে মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছেন।

যমকে মৃতপ্রায় দেখিয়া, দেবতাদের ত ভয় হইবার কথাই! তখন শিবকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন আর উপায় কি? সকল দেবতা মিলিয়া যোড়হস্তে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তোমাদের পূজায় আমি তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল।" দেবতারা বলিলেন—"প্রভু! এই যম ছাড়া সংসারের কাজই চলিতে পারে না। ইনি কোন অপরাধ করেন নাই ইঁহাকে বধ করা আপনার উচিত নয়। অতএব আপনি সৈন্যগণ এবং বাহন সহ যমকে জীবিত করুন।"

তখন মহাদেব বলিলেন—"আমার ভক্তের মরণ হইবে না, এ কথায় যদি তোমরা সম্মত হও, তবে এখনই আমি যমকে বাঁচাইয়া দিব।" দেবতাগণ বলিলেন—"তাহা কি কখনও হয়? তাহা হইলে সংসারের সমস্ত লোকই যে অমর হইয়া যাইবে!" শিব বলিলেন—"সে কথা বলিলে চলিবে না। আমার ভক্তের কর্তা আমি, তাহার উপর যম কোনদিন কর্তৃত্ব করিতে পারিবে না। তোমরা যদি একথা স্বীকার কর, তাহা হইলেই যমকে বাঁচাইব।"

দেবতারা তখন নিরুপায় দেখিয়া বলিলেন—"আচ্ছা প্রভু তাহাই হইবে।" মহাদেবও তখন নন্দীকে বলিলেন—"নন্দি! গৌতমীর জল দিয়া যমকে বাঁচাইয়া দাও।"

মহাদেবের আদেশে নন্দী গৌতমীর জল আনিয়া, সকলের শরীরে ছিটাইয়া দিবামাত্র যম সৈন্যগণের সহিত জীবিত হইলেন। সে দিন হইতে সংসারে ধার্ম্মিক এবং ভক্ত লোকদিগকে দেখিলেই যম তাঁহার শাসনদণ্ড নামাইয়া, ভয়ে দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়েন।

ঊষা ও অনিরুদ্ধ

বিষ্ণুপুরাণ

দৈত্যরাজ বলির পুত্র বাণরাজা কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। মহাদেব তাহাকে অনেক বর দিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, বিপদের সময় বাণকে তিনি নিজের পুত্রের মত রক্ষা করিবেন। শিব-বলে বলী হইয়া বাণ ক্রমে ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিল, দেবতারা পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বাণের কন্যার নাম ছিল ঊষা। একদিন রাত্রিকালে ঊষা একটি সুন্দর রাজপুত্রকে স্বপ্নে দেখিয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। তখন হইতে ঊষা কেবলই সেই স্বপ্নের কথা ভাবে আর "হায় সে কোথা গেল, হায় সে কোথা গেল" এই বলিয়া দুঃখ করে। মন্ত্রীকন্যা চিত্রলেখা ছিল ঊষার সখী; সে জিজ্ঞাসা করিল—"রাজকুমারি! তুমি কাহার জন্য দুঃখ করিতেছ, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন ঊষা তাহার স্বপ্নের ঘটনা সখীকে বলিলে গুণবতী চিত্রলেখা দেব, দৈত্য এবং মানুষের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের ছবি আঁকিয়া তাহাকে দেখাইল। একে একে ছবিগুলি দেখিতে দেখিতে, দেবদানবের ছবি ছাড়িয়া ঊষা মানুষের ছবির মধ্যে

কৃষ্ণের ছবি দেখিয়া, কেমন থতমত খাইয়া গেল। তারপর কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের ছবি দেখিয়া তাহার মনে আরও গোল লাগিয়া গেল। ইহার পর ছিল প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধের ছবি; সে ছবি দেখিবামাত্র "এই সেই, এই সেই" বলিয়া রাজকুমারী একেবারে অস্থির!

তখন চিত্রলেখা চলিল দ্বারকায়। সেখানে গিয়া, মায়াবলে আশ্চর্য্য কৌশলে অনিরুদ্ধকে লইয়া পুনরায় বাণপুরীতে ফিরিয়া আসিলে পর, অনিরুদ্ধ রাজার অন্তঃপুরে উষার সহিত দেখা করিতে গেলেন। একজন অপরিচিত পুরুষকে অন্তঃপুরে দেখিয়া প্রহরিগণ দৈত্যরাজ বাণকে গিয়া সংবাদ দিল। এই সংবাদ শুনিয়া বাণের ত রাগ হইবার কথাই—তিনি হুকুম করিলেন, "যাও, এখনই গিয়া তাহাকে বন্দী কর।" কৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে প্রদ্যুম্ন ছিলেন সকলের চাইতে বড় যোদ্ধা। তাঁহারই পুত্র অনিরুদ্ধ—তিনিও যোদ্ধা বড় কম ছিলেন না। বাণের সৈন্যদিগকে তিনি চক্ষের নিমেষে বধ করিলেন। ইহার পর বাণ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে অনিরুদ্ধের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অনিরুদ্ধের তীরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দৈত্যরাজ একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন মন্ত্রবলে মায়াযুদ্ধ করিয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশ অস্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

এদিকে নারদ মুনি দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি যদু-গণকে এই সংবাদ জানাইলেন। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ গরুড়ে চড়িয়া বলরাম এবং প্রদ্যুম্নের সহিত চলিলেন বাণপুরীতে। বাণ-পুরীতে উপস্থিত হইলে পর দৈত্যসৈন্যের সহিত তাঁহাদিগের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাণের পক্ষ হইয়া মহাদেব এবং কার্ত্তিকও যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কৃষ্ণের সহিত মহাদেব যে কি ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অবশেষে কৃষ্ণ জৃম্ভণ অস্ত্র মারিয়া মহাদেবকে অলস করিয়া ফেলিলেন; তিনি রথে বসিয়া শুধু হাই তুলিতে লাগিলেন, তাঁহার যুদ্ধ করিবার শক্তি রহিল না। গরুড় কার্ত্তিকের হাতে ভীষণ কামড়াইয়া দিল, প্রদ্যুম্নের তীক্ষ্ণ বাণগুলি তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। তখন নিরুপায় হইয়া কার্ত্তিক যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

দৈত্যরাজ বাণ দেখিলেন, কৃষ্ণের অস্ত্রে এবং বলরামের লাঙ্গলের আঘাতে, অসুর সকল নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তখন তিনি অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উভয়ে উভয়কে বধ করিবার জন্য বাছিয়া বাছিয়া সাংঘাতিক অস্ত্র সকল মারিতে লাগিলেন, বাণে বাণে আকাশ ছাইয়া পড়িল। কিন্তু কেহ কাহাকে হারাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণের ভয়ানক রাগ হইল, তিনি দৈত্যরাজকে মারিবার জন্য

সুদর্শন চক্র ছাড়িলেন। বাণরাজার ছিল এক হাজার হাত; দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণের চক্র, বাণের হাজার হাত কাটিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিল।

বাণের হাত কাটা গিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া মহাদেব কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হও। এই দৈত্যকে আমি অভয় দিয়াছি, আমার কথার অন্যথা করা তোমার উচিত নয়। আমার বলে বলবান হইয়াই সে বড় হইয়াছে—আমি তাহার হইয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।" মহাদেবের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ বলিলেন—"শঙ্কর! বাণ আপনার নিকট বর পাইয়াছিল, সুতরাং সে বাঁচিয়া থাকুক। আমি আপনার কথা বজায় রাখিবার জন্য, এই আমার চক্র সামলাইয়া লইলাম। আপনি তাহাকে অভয় দিয়াছিলেন, সুতরাং আমিও অভয় দিলাম।" তারপর কৃষ্ণ, যেখানে অনিরুদ্ধ নাগপাশে আবদ্ধ ছিলেন সেখানে গেলেন। গরুড়কে দেখিবামাত্র, নাগ-পাশের সাপগুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, অনিরুদ্ধও বন্ধনমুক্ত হইলেন। ইহার পর রাজকুমারী উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ দিয়া সকলে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন

পারিজাত হরণ

বিষ্ণুপুরাণ

সেকালে দেবতারা যখন অমৃতের জন্য সমুদ্রে মন্থন করিয়াছিলেন, তখন সমুদ্রের ভিতর হইতে পারিজাত ফুলের গাছ উঠিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র সেটিকে আনিয়া, স্বর্গে তাঁহার নন্দন কাননে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। পারিজাত ফুলের মত সুন্দর এবং সুগন্ধ ফুল আর জগতে নাই, ফুলের গন্ধ ছড়াইয়া দেবপুরী মাতাইয়া তুলিত। ইন্দ্রের স্ত্রী শচী দেবী, পারিজাতের মঞ্জরী খোপায় পরিয়া প্রতিদিন সাজসজ্জা করিতেন, সেজন্য গাছটি তাঁহার বড়ই আদরের ছিল।

এক সময়ে কৃষ্ণ তাঁহার রাণী সত্যভামাকে লইয়া স্বর্গে ইন্দ্রের পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া অতি সম্মানের সহিত পূজা করিলেন। কৃষ্ণ সত্যভামার সহিত নন্দনকাননে বেড়াইতে গেলে পর পারিজাত ফুলের গাছটি দেখিয়া সত্যভামার বড়ই লোভ হইল। তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন—"কৃষ্ণ! তুমি না বলিয়া থাক যে, জাম্ববতীর চাইতেও আমাকে বেশী ভালবাস? সে কথা যদি সত্য হয়, তবে আমার জন্য এই পারিজাত দ্বারকায় লইয়া চল। গাছটি আমাদের বাগানে পুঁতিয়া রাখিব এবং প্রতিদিন ইহার

মঞ্জরী লইয়া খোপায় পরিব।” সত্যভামার কথায় কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে পারিজাত বৃক্ষটি তুলিয়া গরুড়ের উপর রাখিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া নন্দনকাননের প্রহরিগণ বলিল—“ওহে কৃষ্ণ! এটি শচী দেবীর অতি আদরের গাছ, তুমি কেন ইহা চুরি করিতেছ? এই সংবাদ পাইলে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন। তিনি যদি বজ্র হাতে লইয়া দেবসৈন্যগণের সহিত এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তোমার আর রক্ষা নাই। অতএব, পারিজাত হরণ করিয়া দেবতাদিগের সহিত বিবাদ করিও না।”

প্রহরীদিগের কথায় সত্যভামার অত্যন্ত রাগ হইল, তিনি বলিলেন—“বটে! পারিজাতের শচীই বা কে আর ইন্দ্রই বা কে? সমুদ্র মন্থনেই যদি উঠিয়া থাকে, তবে ত এটা সকলের সাধারণ ধন—একা ইন্দ্রইবা কেন ইহা ভোগ করিবেন? শচী যদি মনে করেন যে, মহা ক্ষমতাশালী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার স্বামী সুতরাং পারিজাত তাঁহারই প্রাপ্য, তবে তাঁহাকে গিয়া বল—কৃষ্ণ তাঁহার পত্নী সত্যভামার অনুরোধে, পারিজাত বৃক্ষ লইয়া যাইতেছেন, যদি ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে বাধা দিন।”

প্রহরিগণ গিয়া শচীকে সমস্ত কথা জানাইল। পৃথিবীর মানুষ কৃষ্ণ আসিয়া, ইন্দ্রের নন্দনকানন হইতে পারিজাত হরণ করিয়া লইবে—এত বড় স্পর্দ্ধা? এত অপমান শচী সহ্য

করিবেন কেন? শচীর উৎসাহবাক্যে ইন্দ্র তখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন—কৃষ্ণকে সাজা দিয়া পারিজাত ফুলের গাছটি কাড়িয়া লইতেই হইবে! বজ্র হস্তে ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িলেন; সমস্ত দেবসৈন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া 'মার মার' শব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইলে পর, সেখানে অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

তেত্রিশ কোটি দেবতা ইন্দ্রের সহায় আর কৃষ্ণ একা। কিন্তু একা হইলে কি হয়! তিনি ত বড় সহজ যোদ্ধা নন্? দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। দেবতাদের বাণগুলি তিনি অনায়াসে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বাহন গরুড়টিও বড় কম নয়! এক ঠোকর মারিয়া, বরুণের ভয়ঙ্কর পাশ অস্ত্রটি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল! যম তাঁহার দণ্ড ছাড়িলেন কিন্তু কৃষ্ণের গদায় লাগিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া গেল! কৃষ্ণ তাঁহার সুদর্শন চক্র দিয়া, কুবেরের রথটিকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। চন্দ্র আর সূর্য্য কৃষ্ণের ভ্রূকুটি দেখিয়াই একেবারে নিস্তেজ! অগ্নি আসিলেন যুদ্ধ করিতে কিন্তু কৃষ্ণের বাণে তিনি শত ভাগ হইয়া গেলেন। অপর দেবতাদিগের ত কথাই নাই--কেহ চক্রের আঘাতে আবার কেহ বা কৃষ্ণের বাণ খাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এদিকে আবার গরুড়ও সুবিধা পাইলেই আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া আবার মাঝে

আরো পাখার ঝাপ্টা মারিয়া দেবতাদিগকে ক্ষত বিক্ষত করিল।

এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে যখন সকলেরই অস্ত্র ফুরাইয়া আসিল, তখন ইন্দ্র লইলেন বজ্র এবং কৃষ্ণ লইলেন সুদর্শন চক্র। দধীচি মুনির হাড়ের প্রস্তুত বজ্র, সে বড় সহজ অস্ত্র নয়! আবার কৃষ্ণের সুদর্শন তাহার চাইতেও ভীষণ! ইন্দ্র ও কৃষ্ণের এই দুই অব্যর্থ মহা অস্ত্র ছাড়িলে ভয়ঙ্কর প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে ত্রৈলোক্যের লোক হাহাকার করিয়া উঠিল। ইন্দ্র কৃষ্ণকে বজ্র ছুড়িয়া মারিলেন।

ভীষণ গর্জ্জন করিয়া মুখ দিয়া অগ্নি বর্ষণ করিতে করিতে বজ্র কৃষ্ণের দিকে ছুটিল। বজ্র নিকটে আসিলে পর, নিতান্ত অবহেলার সহিত কৃষ্ণ হাত দিয়া সেটাকে ধরিয়া ফেলিলেন! বজ্র বিফল হইয়া গেল। কৃষ্ণ বজ্র বিফল করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, তাঁহার চক্র আর ছাড়িলেন না। এদিকে ইন্দ্রের বাহন গরুড়ের তাড়নায় ক্ষত বিক্ষত, তাঁহার বজ্রটিও হইল বিফল! তখন নিরুপায় হইয়া তিনি পলায়নের চেষ্টা করিলেন।

ইন্দ্রকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সত্যভামা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"ওহে ইন্দ্র! তুমি দেবতাদিগের রাজা, তোমার কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পলায়ন করা উচিত? শচী তোমার অতি আদরের রাণী, তাঁহার খোপায় পারিজাতের মঞ্জরী না দেখিতে

পাইলে যে তোমার ইন্দ্রত্বই বজায় থাকিবে না! যাহা হউক আর লজ্জিত হইয়া পলায়নের আবশ্যক নাই। এই নাও, তোমার পারিজাত লইয়া যাও। তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু শচীর এতই অহঙ্কার, যে, আমাকে একটুও সম্মান করিলেন না। সেইজন্য আমি ইচ্ছা করিয়াই এই বিবাদ বাধাইয়াছিলাম। অতএব এখন পারিজাত হরণে আর কোন প্রয়োজন নাই।"

সত্যভামার কথায় ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"দেবি! আপনার মনের সাধ মিটিয়াছে, তবে এখন আর রাগ কেন? আর আমার পরাজয়ের কথা যদি বলেন, স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়াছি, তাহাতে আমার লজ্জার কোন কারণ নাই।"

ইন্দ্রের এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আর আমরা পৃথিবীর লোক! সুতরাং আমারই অপরাধ হইয়াছে এবং সে অপরাধ আপনার ক্ষমা করা উচিত। পারিজাত আপনার নন্দন কাননে থাকারই উপযুক্ত। সত্যভামার অনুরোধে আমি উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখন আপনি ইহা ফিরাইয়া লউন। আর, আপনি যে আমাকে বজ্র মারিয়াছিলেন, তাহাও এই নিন্।" এই বলিয়া কৃষ্ণ বজ্রটি ফিরাইয়া দিলেন।

বজ্র গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র বলিলেন—"কৃষ্ণ! 'আমি পৃথিবীর লোক'—এ কথা বলিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ

কেন ? তুমি যে কত বড় দেবতা ও মহাপুরুষ তাহা কি আর আমি জানি না ? যাহা হউক এই পারিজাত তুমি দ্বারকায় লইয়া যাও। তুমি যখন পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া আসিবে তখন পারিজাতও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আসিবে।”

কৃষ্ণ তখন “আচ্ছা তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া পারিজাত লইয়া সত্যভামার সহিত গরুড়ের পিঠে চড়িলেন। গরুড় তাঁহাদিগকে লইয়া দ্বারকায় ফিরিয়া আসিল।

নকল বাসুদেব

পুরাণ

পৌণ্ড্র বংশীয় কোন রাজাকে তাঁহার প্রজাগণ সর্ব্বদাই বলিয়া স্তব করিত—"মহারাজ! আপনিই পৃথিবীতে বাসুদেব-রূপে জন্মিয়াছেন! যদুকুলের কৃষ্ণকে যে বাসুদেব বলে, সে কথা মিথ্যা।" সকলেই এরূপ স্তব করাতে, ক্রমে তিনি বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। মূর্খ রাজাও ভাবিলেন, তিনি সত্য সত্যই বাসুদেব। তখন তিনি করিলেন কি—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি কৃষ্ণের সমস্ত চিহ্ন ধারণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, রথের চূড়াটি পর্য্যন্ত ঠিক গরুড়ের মত পক্ষী দিয়া প্রস্তুত করাইলেন। তারপর দূতদ্বারা কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন—"তুমি বাসুদেব নাম ছাড়, তোমার চিহ্ন সকলও পরিত্যাগ কর, আমিই প্রকৃত বাসুদেব। আর ভাল চাও ত এখনি আসিয়া আমার শরণ লও।"

দূত দ্বারকায় গিয়া এই সংবাদ জানাইলে কৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন। আর বলিলেন—"দূত। তোমার রাজাকে গিয়া বল, কৃষ্ণ শীঘ্রই আপনার পুরীতে আসিবেন এবং আপনার সাক্ষাতেই তাঁহার চিহ্ন চক্র আপনার প্রতি পরিত্যাগ করিবেন।" দূতকে এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিবা-

মাত্র গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পিঠে চড়িয়া তিনি পৌণ্ড্রক রাজার পুরীতে যাত্রা করিলেন।

এদিকে দূতমুখে সংবাদ পাইয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেবও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন; তাঁহার সহায় হইলেন প্রবল পরাক্রান্ত কাশীরাজ। এই দুইদল একত্র হইয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। দূর হইতে কৃষ্ণ দেখিলেন রাজা পৌণ্ড্রক সত্য সত্যই তাঁহার চিহ্ন সকল ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার রথের চূড়ায় পর্য্যন্ত গরুড়ের মত পাখী। ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ হাসিয়াই খুন! যাহা হউক, ক্ষণকালমধ্যেই ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, মানুষরূপে পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন, তাঁহার সহিত কে যুদ্ধ করিয়া পারিবে? তাঁহার শার্ঙ্গ ধনুর আগুনের মত উজ্জ্বল বাণগুলি, দেখিতে দেখিতে পৌণ্ড্রকের সৈন্য লণ্ডভণ্ড করিল। তারপর কৃষ্ণ নিমেষ মধ্যে কাশীরাজের সৈন্য-গণেরও সেই দশা করিলেন। এইরূপে উভয় সৈন্যদলকে পরাজয় করিয়া, মূর্খ পৌণ্ড্রককে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"হে বাসুদেব! তুমি দূতদ্বারা আমাকে যে চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে এখন তাহা করিতেছি। এই আমার চক্র ছাড়িলাম, তোমার জন্য আমার গদাও ছাড়িলাম। আর আমার গরুড়ও তোমার রথের চূড়ায় আরোহণ করুক।" এই বলিয়া কৃষ্ণ

সুদর্শন চক্র ও গদা ছাড়িয়া পৌণ্ড্রককে বধ করিলেন। অ
তাঁহার বাহন গরুড়ও পৌণ্ড্রকের রথে চড়িয়া গরুড়ধ্বজটিা
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

বন্ধুর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কাশীরাজের ভয়ানক রাগ হইল
তিনি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন! কিন্তু হায়! মুহূর্ত
মধ্যে তাঁহার যুদ্ধের সাধ মিটিয়া গেল! কৃষ্ণ অতি সাংঘাতি
এক বাণে কাশীরাজের মাথাটি কাটিয়া সেই মাথা কাশীপুরীে
নিয়া ফেলিলেন। তারপর সেখানে আর মুহূর্ত্ত-মাত্রও বিল
করিলেন না।

এদিকে কাশীরাজের পুরীতে তাঁহার কাটামাথা পড়িয়
রহিয়াছে দেখিয়া রাজবাড়ীর লোকজন "হায় কি সর্ব্বনাশ
হায় কি সর্ব্বনাশ! কে এ কাজ করিল?" বলিয়া ভীষ
কোলাহল আরম্ভ করিল, রাজবাড়ীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল
ক্রমে সকলে জানিতে পারিল যে কৃষ্ণই এ কাজ করিয়াছেন
তখন কাশীরাজপুত্র পিতৃশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞ
করিল যেরূপেই হউক ইহার প্রতিশোধ লইবে এবং সেজন্য
মহাদেবের উদ্দেশে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল
তাহার পূজায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব দেখা দিয়া বলিলেন—"বৎস
আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি বর চাও বল।" তখন কাশী-
রাজপুত্র বর চাহিল :—

"এই কৃষ্ণ দুরাচার পিতৃহন্তা মম
বধার্থে ইহারে দাও কৃত্যা অগ্নিসম।"

অর্থাৎ এই দুরাচার কৃষ্ণ আমার পিতৃহন্তা, ইহাকে মারিবার জন্য অগ্নিময়ী কৃত্যা সৃষ্টি করিয়া দাও।

মহাদেব "আচ্ছা, তাহাই হইবে" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

মহাদেবের বরে তখনই মহাকৃত্যা শক্তির সৃষ্টি হইল। সে অতি ভীষণ দেবতা! তাঁহার মুখ দিয়া আগুনের শিখা বাহির হইতেছে, মাথার চুলগুলি আগুনের মত যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! এই ভীষণ কৃত্যা "কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে দ্বারকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীগণ, এই মহা ভয়ঙ্কর কৃত্যা দেবীটিকে দেখিয়া ভয়ে কৃষ্ণের শরণ লইল। কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে কাশীরাজপুত্র মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই কৃত্যা জন্মাইয়াছে। তখন তিনি "এই কৃত্যাকে বধ কর" বলিয়া সুদর্শন চক্র ছাড়িলেন।

সুদর্শন চক্র দেখিবামাত্র কৃত্যা ভয় পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন; চক্রও তাঁহার পিছনে তাড়া করিয়া চলিল! ছুটিতে ছুটিতে কৃত্যা বারাণসী পুরীতে প্রবেশ করিলেন, চক্র কিন্তু তবু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। তখন কাশীরাজার সৈন্যরা সাজিয়া গুজিয়া চক্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। কিন্তু চক্রের তেজে শুধু যে সৈন্যগণ দগ্ধ হইল তাহা নহে, সেই ভীষণ কৃত্যা এবং বারাণসী

পুরীটিও চক্রের নিমেষে পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল! সেই পুরীতে রাজপুত্র, রাণী, দাসদাসী, লোকজন যাহারা ছিল সকলকেই দগ্ধ করিয়া সুদর্শন চক্র পুনরায় কৃষ্ণের নিকটে ফিরিয়া গেল।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে [illegible] মহাদেবের বর পাইয়াও কেন নিষ্ফল হইল? এ কথার উত্তর এই—কাশীরাজপুত্রের প্রার্থনার ইহাও অর্থ করা যায় যে—"এই যে পিতৃহন্তা দুরাচার কৃষ্ণ, আমার বধের জন্য ইহাকে অগ্নিময়ী কৃত্যা গড়িয়া দাও।" সুতরাং মহাদেবের বর এই উল্টা অর্থেই সফল হইল।

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ

(পদ্ম পুরাণ)

রাবণকে সবংশে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিলে পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাজা হইলেন। রাবণ ছিল বিশ্রবা মুনির পুত্র—সুতরাং ব্রাহ্মণ। তাহাকে বধ করিয়া রামের ব্রহ্মহত্যার পাপ হইল এবং এই পাপ নষ্ট করিবার জন্য মহামুনি অগস্ত্য তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার উপদেশ দিলেন।

ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবার মত সুন্দর সাদা ধবধবে একটি অশ্বের কপালে যজ্ঞকর্ত্তার নাম এবং তাঁহার বলের পরিচয় দিয়া পত্র লিখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। বড় বড় যোদ্ধারা সৈন্য-সামন্ত লইয়া এই যজ্ঞের অশ্ব যেখানে যাইবে তাহার পশ্চাৎ সেইখানে যাইবে। যদি কেহ বলপূর্ব্বক অশ্বটিকে বাঁধিয়া রাখে তবে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া অশ্ব ফিরিয়া আসিলে সেই অশ্বদ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হয়। রাম এই অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

মহাবীর শত্রুঘ্ন ও ভরতের পুত্র পুষ্কল, হনুমান, সুগ্রীব ও অঙ্গদের সহিত কোটি অক্ষৌহিণী সৈন্য সঙ্গে লইয়া, অশ্বকে রক্ষা

করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহামুনি বশিষ্ট সুসজ্জিত যজ্ঞাশ্বের কপালে রামচন্দ্রের নাম এবং তাঁহার বলের পরিচয় দিয়া পত্র লিখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কত রাজার দেশ পার হইয়া অশ্ব চলিল! কেহবা, কেবল রামের নাম শুনিয়াই বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অনেক তেজস্বী ক্ষত্রিয় রাজা যজ্ঞের অশ্ব ধরিলেন বটে কিন্তু সকলকে শেষে হার মানিয়া অশ্ব ফিরাইয়া দিতে হইল। এইরূপে ক্রমে যজ্ঞের অশ্ব দেবপুরে প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা বীরমণির রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজা বীরমণি মহাদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং রাজবাড়িতে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজাকে বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিতেন। রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ অশ্বটিকে বাঁধিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া আসিলে পর সেই পত্র পড়িয়া বীরমণি জ্বলিয়া উঠিলেন---"কি! অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে বশ করিতে চান—কেন, আমাদের কি শক্তি সামর্থ্য নাই? অশ্ব বাঁধিয়া রাখ, বিনা যুদ্ধে কখনই তাহা ফিরাইয়া দিব না।" রাজার দূত গিয়া শত্রুঘ্নকে এই সংবাদ জানাইল।

দেখিতে দেখিতে দুইদলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথমে রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুষ্কলের সহিত সমানে সমানে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পুষ্কলের একটি সাংঘাতিক বাণের

আঘাতে রথের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন রাজা বীরমণি ক্রোধে পুষ্কলকে আক্রমণ করিলেন। বীরমণি প্রবীণ যোদ্ধা, পুষ্কল বালক! কিন্তু বালক হইলে কি হয়, ভরতের পুত্র পুষ্কল অসাধারণ যোদ্ধা—আশ্চর্য্য কৌশলে বীরমণির অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া সে একটি ভয়ানক বাণ মারিয়া তাঁহাকেও অজ্ঞান করিয়া ফেলিল!

ভক্তের দুর্গতি দেখিয়া মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহার অনুচর বীরভদ্রকে বলিলেন—"যাও বীরভদ্র! পুষ্কলের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার এই ভক্তের অপমানের প্রতিশোধ লও।" বীরভদ্র তখন পুষ্কলের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। মহাবীর বীরভদ্রের সহিত ক্রমাগত পাঁচ দিন ধরিয়া পুষ্কলের যুদ্ধ হইল, বীরভদ্র তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। ষষ্ঠ দিনে অনেক চেষ্টার পর, শিবদত্ত ত্রিশূলের আঘাতে তিনি পুষ্কলের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন! শত্রুঘ্নের সৈন্যদলে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল।

শত্রুঘ্ন তখন রাগে ও দুঃখে পাগলের মত হইয়া একেবারে মহাদেবকেই আক্রমণ করিয়া বসিলেন। একদিকে সাক্ষাৎ রামচন্দ্রের মত তেজস্বী মহাবীর শত্রুঘ্ন, অপরদিকে মহাদেব স্বয়ং! সকলের মনে ভয় হইল বুঝিবা প্রলয় কাল উপস্থিত!

ক্রমান্বয়ে এগার দিন এই যুদ্ধ হইল। দ্বাদশ দিনে শত্রুঘ্ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবকে মারিবার জন্য 'ব্রহ্মশির' নামে মহাভয়ঙ্কর এক অস্ত্র ছাড়িলেন। কিন্তু এই সাংঘাতিক অস্ত্রটিকে মহাদেব হাসিতে হাসিতে গিলিয়া ফেলিলেন!

এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া শত্রুঘ্ন একেবারে অবাক্! কি যে করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এই অবসরে মহাদেব আগুনের মত উজ্জ্বল এক ভয়ানক অস্ত্র মারিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। তখন হনূমান রাগে আগুন হইয়া মহাদেবের নিকট গিয়া বলিল, "তুমি নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছ, সে জন্য তোমাকে আমি কিছু শাসন করিতে ইচ্ছা করি। মুনি ঋষিদিগের নিকট চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে প্রভু রামচন্দ্রকে তুমিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি কর। আজ যখন তুমি যুদ্ধ করিয়া আমার প্রভুর ভাই শত্রুঘ্নকে অজ্ঞান করিয়াছ এবং মহাবীর পুষ্কলকে বধ করিয়াছ তখন সে সমস্ত কথাই মিথ্যা। আজ আমি সকলের সাক্ষাতে তোমাকে বধ করিব, তুমি প্রস্তুত হও।"

মহাদেব বলিলেন, "হনূমান! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ। রামকে আমি বড় দেবতা বলিয়া মানি এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, ইহা সত্য। কিন্তু বীরমণি আমার পরম ভক্ত, তাহাকে বিপদের সময় রক্ষা না করিয়া ত পারি না।" মহাদেবের কথায় হনূমান

ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া প্রকাণ্ড একটা পাথর দিয়া তাঁহার সারথি, অশ্ব, রথ চুরমার করিয়া দিল। রথহীন হইয়া মহাদেব তাঁহার বাহনে চড়িবামাত্র হনূমান একটা শাল গাছ তুলিয়া লইয়া তাঁহার বুকে গুরুতর এক ঘা বসাইয়া দিল। দারুণ আঘাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া মহাদেব ভয়ঙ্কর এক শূল দিয়া হনূমানকে আঘাত করিলেন, হনূমান সেটিকে দুই হাতে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল! মহাদেব জ্বলন্ত এক শক্তি মারিলেন; হনূমান সে আঘাতও অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাণ্ড এক বৃক্ষদ্বারা তাঁহার বুকে এমনই এক আঘাত করিল যে তাঁহার শরীরের সাপগুলি ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে চারিদিকে পলায়ন করিল।

ইহা দেখিয়া মহাদেব ভীষণ এক মুষল হাতে লইয়া বলিলেন —"তবে রে বানর! শীঘ্র পলায়ন কর, নতুবা এই মুষল দিয়া আজ তোকে বধ করিব।" এই বলিয়া মহা ক্রোধে মহাদেব মুষল ছাড়িলেন কিন্তু হনূমান রামনাম স্মরণ করিয়া এবারেও ফাঁকি দিল। তারপর সে এমন আশ্চর্য্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল যে মহাদেব বড়ই মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন। হনূমান চক্ষের নিমেষে কখন পাথর ছুড়িয়া মারিতেছে, কখন প্রকাণ্ড বড় গাছ লইয়া আঘাত করিতেছে, আবার কখনও বা লেজ দিয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিয়া টানাটানি করিতেছে; কোনটা যে তিনি ব্যর্থ করিবেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া

পড়িলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলেন, "বাছা হনুমান! তোমার আশ্চর্য্য বীরত্ব দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এখন তুমি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া বর প্রার্থনা কর।" মহাদেবকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া হনুমানের বড়ই হাসি পাইল। যাহা হউক তিনি যখন সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন আর কথা কি! হনুমান বলিল, "প্রভু! রঘুনাথের প্রসাদে আমার অভাব কিছুই নাই, তবু আপনি যখন সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিয়াছেন তখন আমি এই প্রার্থনা করি, যে—যুদ্ধে শত্রুঘ্ন মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, পুষ্কল প্রভৃতি অনেক বড় বড় যোদ্ধা হত হইয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের শরীর রক্ষা করুন। আপনার ভূত প্রেতগুলি যেন উঁহাদিগকে খাইয়া না ফেলে—আমি ইত্যবসরে দ্রোণপর্ব্বত হইতে মৃত সঞ্জীবনী ঔষধ লইয়া আসি!" মহাদেব তখন 'তথাস্তু' বলিয়া যুদ্ধস্থল রক্ষা করিতে লাগিলেন, হনুমানও দ্রোণ পর্ব্বত আনিবার জন্য চলিয়া গেল।

পবননন্দন হনু পবনের ন্যায় বেগে চক্ষের নিমেষে দ্রোণ-পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত। পর্ব্বতটিকে লাঙ্গুলে জড়াইয়া ধরিয়া টান দিবামাত্র উহা টলমল করিয়া উঠিল। পর্ব্বতরক্ষক দেবতারা ভাবিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! পর্ব্বত নড়িতেছে কেন?" তখন তাঁহারা সন্ধান করিয়া দেখিলেন বিশাল দেহ মহা ভয়ঙ্কর

এক বানর পর্ব্বতটিকে জোর করিয়া তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে! ইহা দেখিয়া দেবতারা সকলে মিলিয়া হনূমানকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর হনূমানের নিকট জনকতক রক্ষী দেবতা আর কি? নিমেষ মধ্যে প্রায় সকলকেই সে যমালয়ে প্রেরণ করিল। দুই এক জন যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহারা পলায়নপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গিয়া সংবাদ দিলেন। ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত দেবসৈন্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"যাও, তোমরা শীঘ্র গিয়া এই বানরকে বাঁধিয়া লইয়া আইস।" অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, দেবসৈন্য হনূমানকে গিয়া আক্রমণ করিল। কিন্তু হনূমান তাহাদিগকেও মুহূর্ত্তমধ্যে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল! এই সংবাদে ভয় পাইয়া ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"যে বানর দ্রোণপর্বত লইতে আসিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত দেবসৈন্যকে যুদ্ধে বধ করিয়াছে সে কে?" বৃহস্পতি বলিলেন—"রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া যে রাম সীতাকে উদ্ধার করিয়াছেন এই বানর তাঁহারই সেবক—ইহার নাম হনূমান। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছেন। শিবভক্ত রাজা বীরমণি রামের যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সহিত রামসৈন্যের মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছে। সেই যুদ্ধে স্বয়ং মহাদেব শত্রুঘ্ন এবং পুষ্কল প্রভৃতি রামের অনেক বড় বড় যোদ্ধাকে বধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার

জন্য মহাবীর হনূমান দ্রোণপর্ব্বত লইতে আসিয়াছে। দেবরাজ! তুমি শত সহস্র বৎসর যুদ্ধ করিলেও হনূমানকে পরাজয় করিতে পারিবে না! অতএব শীঘ্র গিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট কর।"

বৃহস্পতির কথায় ইন্দ্র মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। হনূমানকে সন্তুষ্ট করিতেই হইবে কিন্তু দ্রোণপর্ব্বত যদি লইয়া যায় তবে দেবতাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা পুনরায় জীবন পাইবেন কি করিয়া? নিরুপায় হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতিকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃহস্পতি তখন ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাদিগকে লইয়া হনূমানের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর হনূমান সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"রাজা বীরমণির সহিত যুদ্ধে মহাদেবের হাতে আমাদিগের বড় বড় যোদ্ধা অনেকে মারা গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য আমি দ্রোণপর্ব্বত লইয়া যাইতে আসিয়াছি। এখন হয় আমাকে সেই মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ দাও আর না হয় আমি দ্রোণপর্ব্বত মাথায় করিয়া লইয়া যাইব।" ইহা শুনিয়া দেবতারা সঞ্জীবনী ঔষধ দিয়া হনূমানকে বিদায় করিলেন। সঞ্জীবনী ঔষধ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়া হনূমান সকলকেই বাঁচাইয়া দিল। শত্রুঘ্ন, পুষ্কল প্রভৃতি বীরগণ যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন; সঞ্জীবনী ঔষধ ছোঁয়াইবামাত্র মার মার শব্দে সকলে জাগিয়া উলঠিনে। পুনরায় মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ

বাধিয়া গেল। রাজা বীরমণি শত্রুঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াই তাঁহার রথটিকে কাটিয়া তিল তিল করিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি শত্রুঘ্নকে বধ করিবার জন্য অদ্ভুত ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। যেমন ব্রহ্মাস্ত্র শত্রুঘ্নের নিকটে আসিল তৎক্ষণাৎ তিনি যোগিনীদত্ত অব্যর্থ মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই সাংঘাতিক অস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রকে কাটিয়া দুইভাগ করিয়া বীরমণির হৃদয়ে গিয়া বিন্ধিল তিনি রথের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন! মহাদেব এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। ভক্তের দুর্গতি দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া শত্রুঘ্নের সহিত ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুঘ্ন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া হনূমানের উপদেশ মত মনে মনে রামচন্দ্রকে ডাকিতে লাগিলেন—"হে প্রভু! মহাদেব আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার শক্তি লোপ পাইয়াছে! আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া আমাকে রক্ষা করুন।" শত্রুঘ্ন স্মরণ করিবামাত্র রাম যজ্ঞের পোষাকেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বয়ং রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া মহাদেব অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক এই বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন যে "বীরমণি আমার পরম ভক্ত বিপদের সময় আমি সর্ব্বদা তাহাকে রক্ষা করিব বলিয়াছিলাম;

সেজন্য তোমার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়াছি—তুমি আমাকে ক্ষমা কর!" ভক্তকে রক্ষা করাই দেবগণের কর্ত্তব্য কার্য্য সুতরাং মহাদেব বীরমণিকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া রাম কেন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন? তিনি বরং সন্তুষ্ট হইয়াই বলিলেন—"শঙ্কর! বীরমণিকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনি যে আমার সহিত শত্রুতা করিয়াছেন তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনাতে আমাতে ত কোন প্রভেদ নাই! যে আপনার ভক্ত সে আমারও ভক্ত—সুতরাং আপনি যাহা করিয়াছেন তাহা ভালই করিয়াছেন।" এই বলিয়া রাম হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ইহার পর মহাদেব বীরমণিকে সুস্থ করিয়া বলিলেন—"বীরমণি! তুমি রামের যজ্ঞাশ্ব ফিরাইয়া দিয়া শত্রুঘ্নের শরণ লও।" এই বলিয়া মহাদেবও চলিয়া গেলেন।

মহাদেব চলিয়া গেলে পর যজ্ঞের অশ্ব ফিরাইয়া দিয়া রাজা বীরমণি স্ত্রীপুত্র পরিবারের সহিত শত্রুঘ্নের শরণ লইলেন—যুদ্ধ থামিয়া গেল। বিজয়ী যজ্ঞাশ্ব পুনরায় দ্বিগ্বিজয়ে চলিল। বীরমণিও সৈন্য সামন্ত লইয়া অশ্ব রক্ষার জন্য শত্রুঘ্নের সহিত যাত্রা করিলেন।

অনেক রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হেমকূট পর্ব্বতের নিকটে একটি বাগানের ভিতরে গিয়া উপস্থিত। বাগানের মধ্য দিয়া খানিক দূর অগ্রসর হইলে পর, হঠাৎ অশ্বের গতি রুদ্ধ হইল। তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, শত চেষ্টা করিয়াও আর চলিতে পারিল না! পুষ্কল আসিয়া কত টানাটানি করিলেন, হনুমান লাঙ্গুল দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কত আকর্ষণ করিল, কিন্তু কিছুতেই অশ্ব নড়িল না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া শত্রুঘ্ন মন্ত্রী সুমতিকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুমতি বলিলেন, "কোনও বিজ্ঞ মুনিঠাকুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে!"

সুমতির পরামর্শে তখন সকলে মিলিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর শৌনক মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলে সমস্ত কথা শুনিয়া শৌনক বলিলেন—"কাবেরী নদীর তীরে একটি বনের মধ্যে বাড়ব নামে এক ব্যক্তি অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া মেরুপর্ব্বতে বাস করেন। ক্রমে তিনি অভিমানে মত্ত হইয়া তথাকার মুনিদিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ করায়

মুনিরাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া "তুই রাক্ষস হ" এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন। তখন বাড়ব দয়ালু মুনিদিগের পায়ে ধরিয়া অনেক স্তুতি-মিনতি করিলে পর তাঁহারা বলিলেন, 'যখন রামের যজ্ঞাশ্বকে তুমি স্তম্ভিত করিবে, সেই সময় রামের গুণকীর্ত্তন শুনিলে পর তোমার শাপ দূর হইবে।' সেই বাড়ব রাক্ষস হইয়া রামের অশ্ব অচল করিয়াছেন। এখন তাঁহার নিকট রামের গুণকীর্ত্তন করিয়া অশ্বকে মুক্ত কর।"

মুনিবর শৌনকের উপদেশে শত্রুঘ্ন সকলকে লইয়া অশ্বের নিকটে ফিরিয়া গেলেন। হনুমান শ্রীরামের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে বলিল, "হে বাড়ব! রামের গুণ শ্রবণের পুণ্যফলে আপনি রাক্ষস দেহ হইতে মুক্ত হউন।" এই কথা বলিবামাত্র বাড়ব রাক্ষসদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন—যজ্ঞাশ্বও পুনরায় সুস্থ সবল হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমাগত সাত মাসকাল যজ্ঞীয় অশ্ব কত শত শত রাজার দেশ ভ্রমণ করিল। রামের বল-বিক্রম স্মরণ করিয়া কেহ ধরিতে সাহস পাইল না। ক্রমে অশ্ব কুণ্ডল নগরে সুরথ রাজার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত। রাজা সুরথ মহা পরাক্রমশালী যোদ্ধা, রামের পরম ভক্ত। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আদেশ করিলেন—"অশ্বকে বাঁধিয়া রাখ। আমি বহুদিন হইতে রামচন্দ্রের ধ্যান করিতেছি, তিনি যখন স্বয়ং আসিয়া আমাকে দেখা

দিবেন তখনই যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরাইয়া দিব।" রাজাজ্ঞায় সৈন্যগণ অশ্বকে বাঁধিয়া রাখিল।

এদিকে শত্রুঘ্ন অনুচরগণের মুখে এই সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইলেন। তখন মন্ত্রী সুমতির কথায় তিনি অঙ্গদকে দূত করিয়া পাঠাইলেন। অঙ্গদ সুরথ রাজার সভায় গিয়া বলিল—"মহারাজ! আপনার লোকেরা রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়াছে; আপনি উহা ফিরাইয়া দিয়া শত্রুঘ্নের শরণ লউন!" ইহা শুনিয়া রাজা সুরথ বলিলেন—"দূত! তোমার প্রভু শত্রুঘ্নকে গিয়া বল যে আমি জানিয়া শুনিয়াই অশ্ব ধরিয়াছি; তাঁহার ভয়ে আমি কখনই তাহা ফিরাইয়া দিব না। রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া যখন আমাকে দর্শন দিবেন তখন আমি স্ত্রীপুত্র পরিবারের সহিত তাঁহার শরণ লইব।"

তখন উভয় দলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথমেই পুষ্কলের সহিত সুরথপুত্র চম্পকের যুদ্ধ হইল। যোদ্ধা কেহই কম নয়, উভয়ে উভয়কে কত সাংঘাতিক বাণ মারিলেন কিন্তু কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ ভয়ানক যুদ্ধের পর রাজকুমার চম্পক পুষ্কলকে রামাস্ত্র মারিলেন। পুষ্কল তাহা কাটিবার জন্য অনেক অস্ত্র ছাড়িলেন বটে কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রামাস্ত্র তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

ইহা দেখিয়া শত্রুঘ্ন হনূমানকে বলিলেন, "শীঘ্র পুষ্কলকে উদ্ধার কর নতুবা এখনই চম্পক তাহাকে রাজপুরীতে লইয়া যাইবে।" হনূমান তৎক্ষণাৎ চম্পকের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে বাধা পাইয়া চম্পক হনূমানকে একসঙ্গে এক হাজার বাণ মারিলেন কিন্তু হনূমান তাহা গ্রাহ্যই করিল না। বাণগুলিকে চক্ষের নিমেষে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাণ্ড একটা শাল গাছ লইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল। চম্পকের বাণে যখন শাল গাছ কাটিয়া গেল তখন হনূমান তাঁহার উপর প্রকাণ্ড একটা হাতী ছুড়িয়া মারিল। কিন্তু তিনি যখন হাতীটাও কাটিয়া ফেলিলেন তখন হনূমানের যা রাগ! চম্পকের হাত ধরিয়া সে একলাফে তাঁহাকে লইয়া শূন্যে উঠিয়াই একলাথি মারিয়া আবার তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। হনূমানের প্রচণ্ড লাথি খাইয়াও রামভক্ত চম্পক আবার উঠিয়া তাহার লেজ ধরিয়া বিষম টানা-টানি করিতে লাগিলেন। হনূমানের আর সহ্য হইল না, রাগে গর্জ্জন করিতে করিতে চম্পকের দুটি পা ধরিয়া বন্ বন্ শব্দে তাঁহাকে এমনই ঘুরাইতে লাগিল যে তিনি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এই অবসরে হনূমান পুষ্কলের বাঁধন খুলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিল।

রাজা সুরথ তখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া হনূমানকে আক্রমণ করিলেন। দুইজনই রামের পরম ভক্ত এবং মহা যোদ্ধা : সকলে

অতিশয় উৎসুক হইয়া উভয়ের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

সুরথ হনুমানের বুকে দারুণ এক অস্ত্র মারিলেন; হনুমান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে দুই হাতে তাঁহার ধনু ধরিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। চক্ষের নিমেষে সুরথ অন্য ধনু লইলেন, তাহাও হনুমান না ভাঙ্গিয়া ছাড়িল না। এইরূপে রাজা ক্রমান্বয়ে আশীটি ধনু লইলেন, হনুমান সিংহনাদ করিতে করিতে সমস্ত ধনুই চুরমার করিয়া দিল। রাজা সুরথ তখন মহাক্রোধে ভীষণ এক শক্তি মারিয়া হনুমানকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্ঞান লাভ করিয়া হনুমান সুরথের রথখানা শুদ্ধ এক লাফে শূন্যে উঠিল এবং রথটিকে এমন বেগে মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিল যে সারথিশুদ্ধ রথ একেবারে চুরমার! রাজা সুরথের কিছু হইল না বটে কিন্তু ইহার পর তিনি যে রথে চড়িতে যান, হনুমান তাহাই ভাঙ্গিয়া ফেলে। এইরূপে রাজার পঞ্চাশখানা রথ সে ভাঙ্গিল!

এই অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড দর্শনে রাজা সুরথ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া মহা ভয়ঙ্কর পাশুপত অস্ত্র ছাড়িলেন। অস্ত্রের তেজ দেখিয়া ভয়ে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু হনুমান মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া পাশুপত অস্ত্রও ভাঙ্গিয়া ফেলিল! সুরথ ব্রহ্মাস্ত্র মারিলেন, হনুমান হাসিতে হাসিতে

ব্রহ্মাস্ত্র লুকিয়া লইল! বেগতিক দেখিয়া রাজা মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া ধনুকে রামাস্ত্র যুড়িলেন এবং সেই অস্ত্রে হনূমানকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তখন হনূমান বলিল—"অন্য কোন অস্ত্র মারিলে দেখিতাম কিন্তু কি করিব—আমার প্রভুর অস্ত্রের অপমান করিতে পারিনা, কাজেই বাঁধা পড়িলাম।"

হনূমান বাঁধা পড়িল দেখিয়া পুষ্কল মহাক্রোধে সুরথকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না—রাজা নারাচ অস্ত্র মারিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন! তখন শত্রুঘ্ন আসিয়া সুরথ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাজা চক্ষের নিমেষে হাজার হাজার বাণ মারিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া ফেলিলেন—বাণে বাণে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। শত্রুঘ্ন নিরুপায় হইয়া ধনুকে মোহিনীশক্তি অদ্ভুত মোহনাস্ত্র যুড়িলেন। মোহনাস্ত্র মারিলে আর রক্ষা নাই, যুদ্ধক্ষেত্রে সমুদায় বীরগণেরই মোহ হইবে। সুরথ কিন্তু একটুও চিন্তিত হইলেন না। তিনি নির্ভয়ে শত্রুঘ্নকে বলিলেন—"বীরবর! আমি রামনাম স্মরণ করিয়া তোমার মোহনাস্ত্রকেও অগ্রাহ্য করিলাম।" মোহনাস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া শত্রুঘ্ন যারপর নাই আশ্চর্য্য ও ব্যস্ত হইয়া যে বাণ দ্বারা তিনি লবণাসুরকে বধ করিয়াছিলেন সেই ভীষণ আগুনের মত বাণ ধনুকে সন্ধান করিলেন।

এই সাংঘাতিক বাণটি দেখিয়াও সুরথ ভয় পাইলেন না;

তিনি বলিলেন—"এই বাণ শুধু দুষ্ট লোকদিগকে বধ করে, রাম-ভক্তের সম্মুখেও আসিতে পারে না।" বাস্তবিক, সে বাণ রাজার বুকে বিন্ধিয়া কেবল ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে অজ্ঞান করিল! পর মুহূর্ত্তেই চেতনা পাইয়া তিনি ধনুকে মহা অদ্ভুত এক বাণ যুড়িলেন। বাণের মুখ দিয়া ধক্ ধক্ করিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। শত্রুঘ্ন পথের মধ্যেই সে বাণ কাটিয়া ফেলিলেন বটে কিন্তু বাণের অগ্রভাগ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বুকে বিন্ধিল। তিনি রথের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ইহা দেখিয়া বানররাজ সুগ্রীব সিংহনাদ করিতে করিতে সুরথকে আক্রমণ করিল। সুরথ রাজা কত ভয়ানক ভয়ানক বাণ মারিলেন কিন্তু সুগ্রীব হাসিতে হাসিতে অনায়াসে সে সমস্ত লুকিয়া লইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন আবার রামাস্ত্র মারিয়া তিনি সুগ্রীবকেও বাঁধিলেন। তখন আর কথা কি ? হনূমান, পুষ্কল, শত্রুঘ্ন আর সুগ্রীবকে লইয়া তিনি পুরীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

রাজপুরীতে গিয়া হনূমানকে বলিলেন—"বাছা হনূমান! এখন প্রভু রামচন্দ্রকে স্মরণ কর, তিনি আসিয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করুন।" এই কথায় হনূমান যোড়হস্তে কত স্তুতি মিনতি করিয়া রামকে ডাকিতে লাগিল। রামচন্দ্র স্বয়ং সুরথ রাজার পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিবামাত্র

শত্রুঘ্ন ও পুষ্কলের জ্ঞান হইল, হনূমান ও সুগ্রীব বন্ধনমুক্ত হইল। রাজা সুরথ স্ত্রীপুত্র পরিবারের সহিত শ্রীরামের চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু! আমি যে আপনার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি সে জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।" রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তুমি ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজই করিয়াছ আমিও তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

ইহার পর রাজা সুরথ অশ্ব ফিরাইয়া দিলেন। অশ্ব পুনরায় দিগ্বিজয়ে চলিল। সুরথও চম্পককে সিংহাসনে বসাইয়া শত্রুঘ্নের সহিত অশ্ব রক্ষার্থে যাত্রা করিলেন।

৩

যজ্ঞীয় অশ্ব কুণ্ডলনগর হইতে বাহির হইয়া কত রাজার দেশ ঘুরিয়া বেড়াইল, কেহই তাহাকে ধরিতে সাহসী হইল না। অবশেষে একদিন প্রাতঃকালে অশ্ব গঙ্গার তীরে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইল।

সীতার বনবাসের সময় তিনি বাল্মীকি মুনির আশ্রমে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহার দুইটি যমজ পুত্র জন্মিয়াছিল।

বাল্মীকি তাহাদের নাম রাখিলেন লব আর কুশ। তাঁহারই যত্নে এবং শিক্ষার গুণে লব কুশ বড় হইয়া সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং মহা ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিল। বাল্মীকিদত্ত অভেদ্য ধনু হাতে লইয়া পিঠে অক্ষয় তূণ ঝুলাইয়া দুটি ভাই ঋষিকুমারদিগের সহিত বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত। যজ্ঞের অশ্ব বাল্মীকি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র লব তাহাকে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইল। এমন সুন্দর সজ্জিত অশ্ব কোথা হইতে আসিল? এটি কাহার অশ্ব? লব অশ্বের নিকটে গিয়া দেখিল তাহার কপালে একখানা পত্র ঝুলিতেছে। তখন পত্রখানি লইয়া পড়িবামাত্র সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল—"কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমরা কি ক্ষত্রিয়সন্তান নই? আমরা কি যুদ্ধ জানি না? রাম কে? শত্রুঘ্নই বা কে? আমি এই অশ্ব বাঁধিব।"

মুনিবালকেরা রামের শক্তি সামর্থ্যের কথা বলিয়া তাহাকে অনেক বারণ করিল কিন্তু লব তাহাদের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বকে ধরিল। শত্রুঘ্নের অনুচরগণ অশ্বকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলে পর, লব বাণ দ্বারা তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলিল। তখন ছিন্নবাহু অনুচরেরা যাতনায় চীৎকার করিতে করিতে শত্রুঘ্নের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

অনুচর গণের দুরবস্থা দেখিয়া শত্রুঘ্নের রাগ হইবার ত

কথাই! তিনি তখনই তাঁহার সেনাপতি কালজিৎকে লবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না। লবের বাণে সৈন্যগণ ত মরিলই, সঙ্গে সঙ্গে কালজিৎও মারা গেলেন। তখন পুষ্কল মহা ক্রুদ্ধ হইয়া লবকে মারিতে চলিলেন। লবকে মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রথমেই তাহাকে রথ দিতে চাহিলেন। তাহাতে লব বলিল—"তোমার দেওয়া রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিব কেন? ভাবনা কি, আমি এখনই তোমাকে রথশূন্য করিতেছি। তারপর তুমিও মাটিতে দাঁড়াইয়াই যুদ্ধ করিও।" এই কথা বলিয়া লব চক্ষের নিমেষে পুষ্কলের হাতের ধনু কাটিয়া ফেলিল। অন্য ধনু লইয়া পুষ্কল গুণ পরাইতে যাইবেন সেই অবসরে লব তাঁহার রথখানিও কাটিয়া ফেলিয়াছে! পুষ্কল তখন মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কেহই কম যোদ্ধা নয়, কত বাণ যে উভয়ে উভয়কে মারিল তাহার সীমাই নাই। বাণের আঘাতে উভয়ের কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শরীরে রক্তের ধারা বহিল। শেষে লব এমনই ভয়ঙ্কর এক বাণ মারিল যে পুষ্কল কিছুতেই তাহা কাটিতে পারিলেন না, বাণ তাঁহার বুকে গিয়া বিঁধিল—তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

ইহা দেখিয়া হনুমান প্রকাণ্ড একটা শালগাছ লইয়া লবকে

মারিতে উঠিলে লব তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। তারপর হনূমান যে গাছ লয় লব তাহাই কাটিয়া ফেলে। হনূমান যত পাহাড় পর্ব্বত ছুড়িয়া মারে লবের বাণে সব চূরমার হইয়া যায়।

মহা ক্রোধে হনূমান তখন তাহাকে লেজ দিয়া জড়াইয়া ধরিল। লবের তাহাতে ভয় পাওয়ার কোন কথাই নাই; সে জননী সীতা দেবীকে স্মরণ করিয়া বানরের লেজে এমন এক কীল মারিল যে বাছা হনূমান তাহাকে ছাড়িয়া না দিয়া আর করে কি? তারপর লব বাণের পর বাণ মারিয়া হনূমানকে একে-বারে অস্থির করিয়া দিল। পলায়ন করিলে লজ্জার সীমা থাকিবে না, আবার প্রহারই বা কত সহ্য করিবে? নিতান্ত নিরুপায় হইয়া হনূমান ভাবিল—"ব্রহ্মার বরে আমার ত মরণ নাই, কাজেই এখন কপট মূর্চ্ছা দেখাইয়া শুইয়া পড়ি।" এই ভাবিয়া হনূমান রণক্ষেত্রে কপট মূর্চ্ছা দেখাইয়া শয়ন করিল।

হনূমান মূর্চ্ছিত হইলে পর ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া শত্রুঘ্ন যুদ্ধ করিতে আসিলেন। লবের নিকটে আসিয়াই দেখিলেন ঠিক যেন রাম শিশুমূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এ শিশু নিশ্চয় সীতা দেবীর সন্তান। কিন্তু এসকল চিন্তা করিবার তিনি আর বেশী অবসর পাইলেন না। লবের সম্মুখে আসিবামাত্র তাহার হাজার হাজার তীক্ষ্ণ বাণ

আসিয়া তাঁহার শরীরে বিদ্ধিল ! তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বালক হইলে কি হয়! লবের আশ্চর্য্য শিক্ষা—তাহার বাণগুলি সাংঘাতিক। মুহূর্ত্তমধ্যে সে শত্রুঘ্নকে মহা ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার ধনু কাটিয়া রথ কাটিয়া বর্ম্ম কাটিল; তারপর তাঁহার মাথার মুকুট কাটিয়া ফেলিল। শেষে লবের ভয়ঙ্কর একটি বাণের আঘাতে শত্রুঘ্ন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর শত্রুঘ্নের দারুণ ক্রোধ হইল; তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। যে বাণ মারিয়া লবণাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তিনি তখন সেই মহা ভয়ঙ্কর বাণ ধনুকে যুড়িলেন। বাণের আগুনে চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শত্রুঘ্ন বাণ ছাড়িলেন লব কিছুতেই তাহা নিবারণ করিতে পারিল না। তাহার বুকে আসিয়া বাণ বিদ্ধ হওয়ামাত্র সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ইহা দেখিয়া মুনিবালকেরা কান্দিতে কান্দিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া সীতাদেবীকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া সীতা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কুশ মহাদেবের পূজা করিয়া বর লইবার জন্য দূরদেশে গিয়াছিল। ঠিক এইসময়ে সেও আসিয়া উপস্থিত! সে ত আর এসব কথা কিছু জানিত না, কাজেই সীতা দেবীকে এরূপ

শোক করিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে মুনিবালকদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাদিগের মুখে সব কথা শুনিয়া কুশের দুঃখও হইল রাগও হইল। মাকে বলিল—"মা! কেন তুমি দুঃখ করিতেছ? এই যে আমি আসিয়াছি, লবকে এখনই উদ্ধার করিব।" এইরূপে জননীকে শান্ত করিয়াই কুশ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইল।

ততক্ষণে লবেরও জ্ঞান হইয়াছে। আর সম্মুখে কুশকে দেখিবামাত্র, সে এক লাফে শত্রুঘ্নের রথ হইতে মাটিতে পড়িয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তখন দুই ভাই মিলিয়া মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কুশ পূর্ব্বে লব পশ্চিমে, মধ্যখানে শত্রুঘ্নের সৈন্যদল—মনে হইল যেন তাহাদের আর এ যাত্রা নিস্তার নাই।

প্রথমে শত্রুঘ্ন কুশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কুশ লবের চাইতেও নিপুণ; শত্রুঘ্ন কত রকম বাণ মারিলেন, সে হাসিতে হাসিতে সমস্ত কাটিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে নারায়ণাস্ত্র মারিল। কিন্তু এই মহা ভয়ঙ্কর অস্ত্র শত্রুঘ্নের কিছুই করিতে পারিল না দেখিয়া কুশ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আপনি নারায়ণ অস্ত্রকেও ব্যর্থ করিলেন! যাহা হউক আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এখন তিনটি বাণ মারিয়া আপনাকে জয় করিব—আপনি সাবধান হউন।" এই বলিয়া কুশ আগুনের মত উজ্জ্বল

এক বাণ মারিল। শত্রুঘ্ন রামনাম স্মরণ করিয়া সেটিকে কাটিলেন। কুশ দ্বিতীয় অস্ত্র মারিল, তাহাও শত্রুঘ্নের বাণে দুই ভাগ হইয়া গেল। কিন্তু কুশের তৃতীয় বাণকে শত্রুঘ্ন কোন রকমেই ব্যর্থ করিতে না পারায় সে বাণের আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হইলেন। শত্রুঘ্ন অজ্ঞান হইলে পর রাজা সুরথ আসিলেন যুদ্ধ করিতে। কিন্তু কুশের সঙ্গে তিনি কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না। তাহার এক ভয়ঙ্কর বাণ খাইয়া তিনিও অজ্ঞান হইলেন। তখন হনূমান রাগে দাঁত কড়মড় করিতে করিতে আসিয়া কুশকে আক্রমণ করিল। দুইজনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দারুণ সংগ্রাম করিলে পর, কুশ সংহারাস্ত্র মারিয়া যখন হনূমানকে বাঁধিয়া ফেলিল তখন আসিল সুগ্রীব। কিন্তু সুগ্রীব কুশের সঙ্গে কতক্ষণ পারিবে ? কুশের বারুণ-পাশে তাহারও হনূমানের দশা হইতে বিলম্ব হইল না।

এদিকে লবও পুষ্কল, অঙ্গদ, বীরমণি প্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় করিয়া কুশের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। এত বড় বড় যোদ্ধাদিগকে পরাজয় করিয়া তখন দুই ভাইয়ের আনন্দ দেখে কে! তাহারা শত্রুঘ্ন ও পুষ্কলের সুন্দর মুকুট আর অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া হনূমান ও সুগ্রীবের লেজ ধরিয়া টানিতে টানিতে মায়ের কাছে চলিল।

লব কুশকে দেখিয়া সীতা দেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না;

তিনি ছুটিয়া আসিয়া দুই ভাইকে বুকে লইয়া কত আদর করিলেন। পরে যখন হনুমান ও সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল তখন তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ? হায়, হায়, তোমরা এ কি করিয়াছ? শীঘ্র ইঁহাদের বাঁধন খুলিয়া দাও। জান না, ইহারা যে হনুমান আর সুগ্রীব। রাবণের লঙ্কা পোড়াইয়া যে ছারখার করিয়াছিল এ সেই মহাবীর হনুমান—আর ইনি বানররাজ সুগ্রীব। ইঁহাদিগকে তোমরা কোথায় পাইলে?" জানকীর কথা শুনিয়া লব কুশ আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। তখন সীতা দেবীর কি যে দুঃখ! তিনি লব কুশকে বলিলেন—"সর্ব্বনাশ করিয়াছ বাবা! হায়, হায়, কি উপায় হইবে? এ যে তোমাদের পিতা রামচন্দ্রের অশ্ব ধরিয়াছ। শীঘ্র উহাকে ছাড়িয়া দাও।" লব কুশ মায়ের আদেশ তখনই পালন করিল।

সীতা দেবী তখন করযোড়ে সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে প্রভু! আপনি দয়া করিয়া শত্রুঘ্ন প্রভৃতি বীরগণকে জীবিত করুন।" সূর্য্যদেব জানকীর প্রার্থনা শুনিলেন—রণক্ষেত্রে সমুদয় বীরগণ জীবন পাইল। তখন সৈন্যগণের সহিত শত্রুঘ্ন ফিরিয়া চলিলেন—বিজয়ী অশ্ব আগে আগে চলিল। অশ্ব লইয়া সকলে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে পর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর করিলেন।

বীরভদ্র

(পদ্মপুরাণ)

সেকালে এক সময়ে দেবতারা কশ্যপ প্রভৃতি মুনিদিগকে লইয়া শৌকর নামে পরমসুন্দর এক পর্ব্বতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই পর্ব্বতে মুনি ঋষিদিগের আশ্রম ও বাসুদেবের এক মন্দির ছিল। দেবতা ও ঋষিগণ বাসুদেবের পূজা করিয়া গিরিশিখরের নিকট উপস্থিত হইলে হঠাৎ অতি ভয়ঙ্কর ও বহুবিস্তৃত এক অগ্নিশিখা আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং দেখিতে দেখিতে সকলে ভস্ম হইয়া গেলেন।

সেই সময়ে শিবের অনুচর মহাতেজস্বী বীরভদ্রও সেই পর্ব্বতে বেড়াইতেছিলেন। তিনি হঠাৎ হাহাকার শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন—"লোক বিপদে পড়িলেই এরূপ বিলাপ করিয়া থাকে আর শবদাহের গন্ধও পাইতেছি—ব্যাপারখানা কি?" এই ভাবিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া সেই আগুনের নিকটে গেলে পর দেবতা ও ঋষিদিগের দাহ দেখিতে পাইলেন। তখন সেই ভীষণ আগুন বীরভদ্রকেও পোড়াইতে আসিল।

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় মহাদেব তাঁহার মাথার একগাছি জটা দিয়া এই বীরভদ্রকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় বীরভদ্রের ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ—যেন দ্বিতীয় মহাদেব।

ইনি দক্ষযজ্ঞে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগকে মারিয়া যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া দেন। এমন কি, কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত ইঁহার নিকট পরাস্ত হইতে হইয়াছিল! সুতরাং আগুন তাঁহার কি করিবে? জল পাইলে তৃণের আগুন যেমন শীতল হইয়া যায়, বীরভদ্রকে দেখিয়া এই প্রচণ্ড আগুনও তেমনই শান্ত ভাব ধারণ করিল। তখন বীরভদ্র ভাবিলেন—"এই আগুন বড় সহজ দেখিতেছি না, মুহূর্ত্ত মধ্যে সৃষ্টি পোড়াইয়া নাশ করিবে। অতএব ইহাকে আমি পান করিব।" এই ভাবিয়া তিনি চক্ষের নিমেষে, এই ভয়ানক আগুন পান করিয়া দেবতা ঋষিদিগের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন—উত্তর দিবে কে? তখন তিনি করিলেন কি—নিজের শরীর হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া তাহাতে সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়িলেন। তারপর সেই মন্ত্রপূত ভস্ম মৃত দেবতা ও ঋষিদিগের ভস্মে রাখিবামাত্র সকলেই শরীর ধারণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

জীবন পাইয়া দেবতাদিগের আনন্দের সীমা রহিল না তাঁহারা বীরভদ্রকে অনেক ধন্যবাদ করিয়া পরে বেড়াইতে বেড়াইতে যখন পর্ব্বতের অন্যদিকে গেলেন তখন হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা সাপ আসিয়া সকলকে গিলিয়া ফেলিল! এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বীরভদ্রের ত রাগ হইবার কথাই; তিনি সেই সাপের

সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্রমাগত এক বৎসরকাল দুইজনে অতি ভীষণ যুদ্ধ হইল। তারপর মহাবীর বী[illegible]দ্র দুই হাতে সাপের মুখ ধরিয়া তাহাকে চিরিয়া দুই [illegible] করিলেন এবং দেখিলেন—সাপের পেটের মধ্যে সকলে[illegible] মৃতদেহ রহিয়াছে। তিনি তখনই সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা সকল[illegible] পুনরায় জীবিত করিলেন! তখন সকলে মহা সন্তুষ্ট হইয়া [illegible]ভদ্রকে কত যে ধন্যবাদ করিলেন তাহা আর কি বলিব!

এইরূপে দ্বিতীয়বার জীবন পাইয়া তাঁহারা পুনরায় [illegible]লিতে চলিতে খানিক দূরে গিয়া দেখিলেন—সম্মুখে মহা ভয়ঙ্ক[illegible] এক রাক্ষস; তাহার দশটা হাত, পাঁচটা পা ও আটটা মাথা! [illegible]র্ত্ত রাক্ষস উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে ভাবিয়া বানররাজ ব[illegible]র সহিত যুদ্ধ করিতেছে। বিষ্ণু যখন বরাহরূপ ধরিয়াছি[illegible], তখন তাঁহার শরীরে যতটা বল ছিল, বালীর শরীরে তাহার [illegible]ণ বল! ইহার উপর আবার তাহার ছোট ভাই সুগ্রীব [illegible]র সহায়! কিন্তু তবু সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বালীর সহিত মুষ্টযুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ সুগ্রীবকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল! এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বালী ভাবিতেছিল কি করিয়া দুষ্ট রাক্ষসকে মারিয়া ভাইকে রক্ষা করিবে। এই অবসরে রাক্ষস বালীকেও পেটের মধ্যে পূরিল! এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখিয়া, দেবতা ও ঋষিগণ প্রাণের ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। কিন্তু

হায়! তাঁহাদিগকে আর অধিক দূর যাইতে হইল না—দশ হাত বাড়াইয়া সেই ভীষণ রাক্ষস সকলকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল! মহাত্মা বীরভদ্রও এই ব্যাপার দেখিলেন। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; এবং নিমেষ মধ্যে পঞ্চাশ যোজন এক পাথর লইয়া রাক্ষসের মাথাগুলির ঠিক মধ্যখানে আঘাত করিলেন। সেই দারুণ আঘাতে তাহার একটি মাথা চূর্ণ হইয়া গেল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বতের চূড়া লইয়া রাক্ষসকে পুনরায় আঘাত করিলে সে অনায়াসে চূড়াটি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"এতক্ষণ তোমার বল দেখিলাম এখন একবার আমার বল দেখ।" এই বলিয়া দুইখানি তলোয়ার লইয়া একখানি বীরভদ্রের হাতে দিয়া পুনরায় বলিল—"আইস! আমরা তলোয়ার যুদ্ধ করি।" একথায় সম্মত হইয়া বীরভদ্র তলোয়ার গ্রহণ করিলে পর, দুইজনে মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুরন্ত রাক্ষস আশ্চর্য্য কৌশলে বীরভদ্রের গলায় আঘাত করিয়া রক্তপাত করিল। তখন তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দারুণ এক আঘাতে রাক্ষসের দুইটা মাথা কাটিয়া এমনই এক সিংহনাদ করিলেন যে সেই শব্দে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া দিলেন। এইরূপে উভয়ে ক্রমাগত তিন বৎসর যুদ্ধ করিলেন কিন্তু কাহারও জয় হইল না। অবশেষে মহাবীর বীরভদ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সাংঘাতিক এক আঘাতে

রাক্ষসের সবগুলি মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর তাহার পেট চিরিয়া দেবতা ঋষি ও বানর দুইটিকে বাহির করিলে পর সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—দেবী পার্ব্বতী অদূরে দাঁড়াইয়া, তাঁহার এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতেছেন।

পার্ব্বতীর সঙ্গে দেবর্ষি নারদও ছিলেন। তখন তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের নিকট গিয়া এই ব্যাপার বর্ণন করিয়া কহিলেন—"এই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া আজ বীরভদ্র অতি উত্তম কাজ করিয়াছে। এই রাক্ষসের বৃত্তান্ত বড়ই অদ্ভুত, আমি বলিতেছি শুনুন ঃ—

"অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে এক মহা ক্ষমতাশালী রাক্ষস দেবতাদিগের সহিত এক বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়াছিল। ঐ রাক্ষস যুদ্ধে বহুবার হত হইলেও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাহাকে জীবিত করেন। তখন সে শুক্রাচার্য্যকে বলিল—'প্রভু! বার বার মরিয়াও আপনার কৃপায় আমি পুনরায় জীবন পাই। আমার মনে আছে একবার যমের সহিত আমার যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে আমি যমরাজাকে গিলিয়া ফেলি! কিন্তু বলবান্ যম আমার পেট চিরিয়া বাহির হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই আমার মৃত্যু হইয়াছিল! আর তখনও আপনি আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন। তাই আমি মনে করিয়াছি যে, এখন হইতে যাহাকে গিলিব সে আমার পেটে গিয়াই যাহাতে মরিয়া যায়, সেজন্য আমি কঠোর

তপস্যা করিয়া বর লাভ করিব। আপনি দয়া করিয়া উপদেশ দিন্।'

এ কথায় গুরু শুক্রাচার্য্য বলিলেন—'তুমি সমস্ত-পঞ্চক তীর্থে গিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিংবা মহেশ্বরের আরাধনা কর, তবেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।'

শুক্রাচার্য্যের উপদেশ মত সেই দুষ্ট রাক্ষস সমস্ত-পঞ্চকে গিয়া চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া ছয় মাস কাল অতি দারুণ তপস্যা করিল। কিন্তু তবু কোন দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন না দেখিয়া, সে যে উপায় অবলম্বন করিল তাহা অতিশয় ভয়ঙ্কর! একটি একটি করিয়া নিজের মাথা কাটে আর আগুনে আহুতি দেয়। এইরূপে চারিটি মাথা কাটিয়া পঞ্চম মাথাটি কাটিতে যাইবে এমন সময় মহাদেব তাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন—'ওহে রাক্ষস, তুমি আর এরূপ ভয়ানক কাজে সাহস করিও না। আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল।'

তখন রাক্ষস যোড়হস্তে অতি বিনয়ের সহিত বলিল— 'প্রভু! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই চারিটি বর দিন্—যুদ্ধে আমার মাথা কিংবা হাত কাটা গেলে তখনই তাহা গজাইবে। আমি যাহাকে গিলিব সে আমার পেটে গিয়া মরিয়া যাইবে। বরাহরূপী বিষ্ণুর শরীরে যত বল আমার শরীরে তাহার চতুর্গুণ বল হইবে এবং আপনার জটা হইতে

যে লোক জন্মিবে সে ভিন্ন অন্য কেহ আমাকে মারিতে পারিবে না।' তখন মহাদেব 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।"

রাক্ষসের এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া দেবর্ষি নারদ বলিলেন —"আপনারা আসিয়া দেখুন, বীরভদ্র আজ সেই বরপ্রাপ্ত মহাপরাক্রান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগকে উদ্ধার করিয়াছে।"

মহর্ষি নারদের কথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই ঘটনাস্থলে গিয়া বীরভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক ধন্যবাদ করিলেন! তারপর তাঁহারা চলিয়া গেলে মহাবীর বীরভদ্রও মন্ত্রপূত ভস্ম দ্বারা পুনরায় সকলকে জীবিত করিলেন।

অবীক্ষিত

মার্কণ্ডেয় পুরাণ

পুরাকালে সূর্য্যবংশে, মহা পরাক্রমশালী এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তাহার নাম করন্ধম। রাজা করন্ধমের পুত্র ছিলেন অবীক্ষিত। তাঁহার মত সুন্দর, বুদ্ধিমান্, তেজস্বী ও অস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ সে সময় অন্য কোন রাজপুত্র ছিল না।

বৈদিশ নগরের রাজা বিশাল তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য এক স্বয়ংবর সভা করিলেন। স্বয়ংবরে দেশ বিদেশের সমস্ত রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হইল—রাজকুমার অবীক্ষিতেরও নিমন্ত্রণ ছিল। সভায় আসিয়া রাজকুমারী বৈশালিনী তাঁহার ইচ্ছামত একজনকে বরণ করিবেন—ইহার নাম স্বয়ংবর। সেকালে ক্ষত্রিয় কন্যাদের স্বয়ংবর ছাড়া অন্য রকমেও বিবাহ হইত। সকলের সমক্ষে সভা হইতে কন্যাকে লইয়া পলাইতে পারিলে সেটা আরও বাহাদুরীর কাজ ছিল।

যথা সময়ে রাজকুমারী সভায় আসিলে অবীক্ষিত জোর করিয়া তাঁহাকে সভা হইতে লইয়া চলিলেন। আর বলিলেন—"আমি কন্যাকে লইয়া যাইতেছি, যাহার ক্ষমতা থাকে বাধা দিও।" তখন সভাশুদ্ধ সকলে ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন; দেখিতে দেখিতে স্বয়ংবর সভায় মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

অবীক্ষিত একাকী হইলেও রাজারা কিছুতেই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না, তাঁহার বাণে কাহারও হাত, কাহারও পা, কাহারও রথ, আবার কাহারও সারথি কাটা গেল। বাণের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, অনেকেই পলায়ন করিলেন। অবশিষ্ট যাঁহারা মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিলেন, তাঁহাদেরও দুর্দ্দশার একশেষ হইল! তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন—তাঁহারা একসঙ্গে অন্যায়ভাবে অবীক্ষিতকে আক্রমণ করিয়া কেহ

তাঁহার ধনু, কেহ রথ, আর কেহ বা তাঁহার সারথি কাটিবেন। তারপর সকলে চারিদিক্ হইতে অবীক্ষিতকে আক্রমণ করিয়া হঠাৎ একজন তাঁহার ধনু কাটিলেন। কয়েক জন মিলিয়া তাঁহার ঘোড়াগুলিকে মারিলেন, তাঁহার রথটিকেও ভাঙ্গিয়া দিলেন। অবীক্ষিত তলোয়ার লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাও শীঘ্রই কাটা গেল! গদা লইলেন, তাহাও সকলে বাণ মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইহার চারিদিক্ হইতে সকলের বাণ আসিয়া তাঁহার গায়ে বিঁধিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে অবীক্ষিতকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী রাজপুত্রগণ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাজকন্যার সহিত বিশালরাজের নিকট উপস্থিত করিলেন।

এদিকে, রাজা করন্ধম পুত্রের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া তখনই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৈন্যসামন্তের সহিত বিশাল রাজার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে আবার মহাপট ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমাগত তিনদিন যুদ্ধের পর বিশালরাজ বুঝিতে পারিলেন যে যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় নিশ্চিত। তাঁহার সাহায্যকারী নিমন্ত্রিত রাজারাও করন্ধমের বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ক্লান্ত হইয়াছেন। সুতরাং করন্ধমের শরণ লওয়া ভিন্ন তাঁহার আর উপায় রহিল না।

যুদ্ধ থামিয়া গেল। রাজা করন্ধম বিশালরাজের অতিথি হইয়া সে রাত্রি সেখানেই কাটাইলেন। পরদিন বিশালরাজ রাজকুমারীর সহিত করন্ধমের নিকট গিয়া, অবীক্ষিতের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলে অবীক্ষিত বলিলেন— "হে রাজন্! কন্যার সম্মুখে আমি যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি, আমি কিছুতেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিব না।"

এই কথা শুনিয়া বিশালরাজ কন্যাকে বলিলেন—"মা! তুমি শুনিলে ত? এখন অন্য কোন রাজাকেই বরণ কর।" একথায় রাজকুমারী লজ্জায় মাথা নিচু করিয়া বলিলেন— "বাবা! আমি যুবরাজ অবীক্ষিতের বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অন্যায় যুদ্ধ না করিলে রাজারা কখনই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিতেন না! আমি এই রাজকুমার ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।"

কন্যার কথা শুনিয়া বিশালরাজ পুনরায় অবীক্ষিতকে বলিলেন—"রাজকুমার! আমার কন্যা ঠিক কথাই বলিয়াছে। তোমার তুল্য বীর পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ! তুমিই আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমাদের কুল পবিত্র কর।" অবীক্ষিত কিছুতেই সম্মত হইলেন না। করন্ধম নিজেও তাঁহাকে কত অনুরোধ করিলেন কিন্তু সমস্তই বিফল হইল— তাঁহার মত বদ্‌লাইল না।

তখন রাজকুমারী বৈশালিনী বলিলেন—"রাজকুমার যদি আমাকে বিবাহ না করেন তবে আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—আমি যেন তপস্যা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারি।" ইহার পর করন্ধম মনের দুঃখে বিশালরাজের নিকট বিদায় লইয়া পুত্রের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। আর রাজকুমারী বৈশালিনীও বনে গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিতে বিলম্ব করিলেন না।

অনাহারে, অনিদ্রায়, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তপস্যা করিতে করিতে ক্রমে রাজকুমারীর শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—তবুও তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তখন বৈশালিনী প্রাণত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন দেবদূত আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"রাজকুমারি! দেবতারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তুমি আত্মহত্যা করিও না। এই বনে তপস্যা করিতে থাক—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে।" এই বলিয়া দেবদূত শূন্যে মিলাইয়া গেলেন। রাজকুমারীর মনে আশা জাগিয়া উঠিল; প্রাণত্যাগের ইচ্ছা দূর করিয়া দিয়া পুনরায় তিনি তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

এদিকে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলে কিছুদিন পর রাজা করন্ধম পুত্রকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অবীক্ষিত বলিলেন—"বাবা! আমি আর বিবাহ করিব না,

আপনি আমাকে অনুরোধ করিবেন না।” করন্ধমের মনে নিতান্তই কষ্ট হইল, তিনি নিরাশ হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।

ইহার পর একদিন করন্ধমমহিষী বীরা পুত্র অবীক্ষিতকে ডাকিয়া বলিলেন—“বাবা! আমি ‘কিমিচ্ছক’ নামে একটি কঠিন ব্রত করিব। এই ব্রতের সময় যে যাহা চায় তাহাকে সেই জিনিসই দিতে হয়; ধন চাহিলে ধন দিতে হয়; কেহ বলের সাহায্য চাহিলে সে কাজ নিতান্ত দুঃসাধ্য হইলেও তাহা করিতে হয়। রাজভাণ্ডারের ধন তোমার পিতার অধীন। তিনি কথা দিয়াছেন আমার যত ধন আবশ্যক সব তিনি দিবেন। আর তুমি মহাবীর—বল বিক্রম তোমার অধীন। এখন তুমি যদি তোমার শক্তি দিয়া সাহায্য কর তবেই আমি ‘কিমিচ্ছক’ ব্রত শেষ করিতে পারি।” রাজকুমার মায়ের কথায় সম্মত হইলে রাণী বীরা ব্রত আরম্ভ করিলেন।

রাণীর ব্রতের সময় অবীক্ষিত রাজবাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া উপস্থিত ভিক্ষার্থিগণকে বলিতে লাগিলেন—“আমার মা ‘কিমিচ্ছক’ ব্রত করিতেছেন; এ সময়ে আমার শরীর কিংবা বলের দ্বারা যাহার যাহা কিছু সাহায্য হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। তোমরা কে কি চাও বল—আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।” তখন রাজা করন্ধম আসিয়া বলিলেন—

"বাবা! আমিও ভিখারী—এখন আমি যাহা চাই তাহা দান কর।" অবীক্ষিত বলিলেন—"পিতা! আপনি কি চান বলুন—নিতান্ত দুঃসাধ্য হইলেও আমি তাহা দান করিব।" করন্ধম বলিলেন—"তবে আমাকে পৌত্রমুখ দেখাও!"

অবীক্ষিত বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন! যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি আর বিবাহ করিবেন না। কিন্তু এখন পিতাকেও 'কিমিচ্ছক' দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন—সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা আর রাখা যায় না!

রাজা করন্ধম এইরূপ কৌশলে পুত্রকে বিবাহে সম্মত করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

ইহার কিছুদিন পর রাজকুমার এক বনে শিকার করিতে যান। শিকার করিতে করিতে হঠাৎ দূরে বনমধ্যে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সেই দিকে ঘোড়া চালাইলেন। কিছু দূর গিয়াই দেখেন, এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে এক দুষ্ট দানব ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। কন্যা চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"আমি মহারাজ করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিতের পত্নী। কে আছ শীঘ্র আসিয়া এই দুষ্ট দানবের হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

কন্যার এই কথা শুনিয়া, অবীক্ষিত আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলেন—"এই ভয়ঙ্কর বনের মধ্যে এমন সুন্দরী কন্যা কোথা হইতে আসিল? আমার পত্নীই বা সে কিরূপে হইল? যাহা হউক

ইহাকে উদ্ধার করিয়া পরে সকল কথা জানিতে হইবে।" এই ভাবিয়া রাজকুমার—'ভয় নাই', 'ভয় নাই', বলিয়া কন্যাকে আশ্বাস দিয়া সেই হতভাগা দানবটাকে আক্রমণ করিলেন। দানব যোদ্ধা বড় কম ছিল না। শেল, শূল, শক্তি, জাঠা প্রভৃতি নানা রকমের অস্ত্র দিয়া রাজকুমারের সহিত সে ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল! কিন্তু অবীক্ষিত দানবের সমুদয় অস্ত্র কাটিয়া শেষে 'বেতসপত্র' বাণে তাহার মুণ্ডপাত করিলেন।

দানবের মৃত্যুর পর দেবতারা আসিয়া অবীক্ষিতকে বলিলেন—"রাজকুমার! তুমি যে কন্যাকে এইমাত্র উদ্ধার করিলে, তাহাকে বিবাহ কর—তোমার মহা ক্ষমতাশালী পুত্র হইবে এবং সে পৃথিবীর রাজা হইবে।" এ কথায় অবীক্ষিত বলিলেন—"আমি বিশালরাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিলে সেই কন্যাও আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এখন আমি নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত কি করিয়া অন্য কন্যাকে বিবাহ করিব?" তখন দেবতারা বলিলেন —"এ-ই সেই বিশাল রাজার কন্যা—তোমার জন্য এতদিন এই বনে তপস্যা করিতেছিল। সুতরাং তুমি ইহাকে বিবাহ কর।" তখন অবীক্ষিত বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজকুমারি! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বল।"

রাজকুমারী প্রথম হইতে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তাঁহার সেই কঠোর তপস্যার কথা এবং তপস্যায় নিরাশ হইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা, তারপর দেবদূতের নিষেধের কথা ইত্যাদি কোন কিছুই বলিতে ভুলিলেন না। আরও বলিলেন—"রাজকুমার! কঠোর তপস্যায় আমার শরীর মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! পরে পুনরায় কিরূপে স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইলাম তাহাও বলিতেছি শুন। সে বড় আশ্চর্য্য কথা—পরশু দিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলাম। জলে নামিবামাত্র হঠাৎ জল হইতে প্রকাণ্ড একটা বৃদ্ধ সাপ উঠিয়া আমাকে ধরিয়া একেবারে পাতালে নাগপুরীতে লইয়া গেল!

তখন আমার কি যে ভয় হইয়াছিল তাহা বুঝিতেই পার। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—নাগপুরীতে যাইবামাত্রই সেই বৃদ্ধ নাগের স্ত্রীপুত্র-পরিবার সকলে মিলিয়া আমাকে যা আদর যত্ন করিল তেমন আদর যত্ন জীবনে কখনও পাই নাই। তারপর নাগেরা হাত যোড় করিয়া বলিল 'রাজকুমারি! ভবিষ্যতে আপনার পুত্রের নিকট আমরা কোন দোষ করিলে তিনি যদি আমাদিগকে বধ করিতে চান তবে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন অনুগ্রহ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করুন।' একথায় আমিও—'আচ্ছা তাহাই করিব' বলিয়া স্বীকার করিলাম। ইহার পর সেই বৃদ্ধ নাগ আমাকে

মূল্যবান্ অলঙ্কার ও পোষাক পরাইয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া গেল। সেই সময়ে দেখিলাম, আমার শরীর ঠিক পূর্ব্বের মত হইয়াছে। তারপর কোথাকার এক দুষ্ট দানব আসিয়া আজ আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছিল। আমার চীৎকার শুনিয়া, তুমি আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলে।"

ইহা শুনিয়া অবীক্ষিত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"রাজকুমারি! যুদ্ধে হারিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম আবার শত্রু জয় করিয়া তোমাকে পাইয়াছি।"

এই সময়ে তুনয় নামে এক গন্ধর্ব্ব পরিবারবর্গের সহিত হঠাৎ সেখানে আসিয়া অবীক্ষিতকে বলিলেন—"হে রাজপুত্র! এই কন্যা আমারই পুত্রী ইহার নাম ভামিনী। অগস্ত্য মুনির শাপে আমার পুত্রী বিশাল রাজার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিল। আমি ইহারই জন্য এখানে আসিয়াছি—তুমি এই রাজকুমারীকে গ্রহণ কর।" তখন সেই বনের মধ্যেই বিবাহের আয়োজন হইল। গন্ধর্ব্ব-পুরোহিত তম্বুরু অবীক্ষিতের সহিত রাজকুমারী বৈশালিনীর বিবাহ দিলেন।

বিবাহের পর অবীক্ষিত ও বৈশালিনী তুনয়ের সহিত গন্ধর্ব্বলোকে গিয়া তাঁহার বাড়ীতে পরম যত্নে কিছুকাল বাস করিলেন। সেই সময়ে অবীক্ষিতের একটি পুত্র জন্মিল। এই পুত্রের নাম হইল মরুত্ত। কিছুকাল পরে রাজকুমার অবীক্ষিত

স্ত্রী পুত্রের সহিত রাজধানীতে ফিরিয়া, তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন—পিতা করন্ধমের কোলে মরুত্তকে দিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন।

এতকাল পরে রাজা করন্ধম পৌত্রমুখ দেখিলেন। তাঁহার কি যে আনন্দ হইল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

মরুত্ত

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

অবীক্ষিত পুত্র মরুত্ত বড় হইয়া, রূপে, গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে সকলের প্রিয় হইলেন। মহর্ষি ভার্গবের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া তাঁহার এতদূর ক্ষমতা হইয়াছিল, যে সে সময়ে তাঁহার সমান যোদ্ধা অন্য কেহই ছিল না।

রাজা করন্ধম বৃদ্ধ হইলে পর একদিন অবীক্ষিতকে ডাকিয়া বলিলেন—"পুত্র ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন তোমাকে সিংহাসনে বসাইয়া বনে গিয়া তপস্যা করিব।" অবীক্ষিত পিতার কথায় সম্মত না হইয়া বলিলেন—"বাবা ! স্বয়ংবর সভায় যুদ্ধে হারিয়াছিলাম সে লজ্জা এখনও দূর হয় নাই !

আমি যখন নিজেকেই রক্ষা করিতে পারি না তখন রাজ্যশাসন কি করিয়া করিব ? আপনি অন্য কাহাকেও রাজা করুন, আমি বনবাসী হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন কাটাইব।"

পুত্রের কথায় করন্ধমের অত্যন্ত কষ্ট হইল! তিনি নানা রকমে বুঝাইলেন কিন্তু অবীক্ষিত কিছুতেই রাজা হইতে চাহিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া করন্ধম পৌত্র মরুত্তকেই সিংহাসনে বসাইলেন।

কিছুকাল পরে রাজা করন্ধম পত্নী বীরার সহিত বনে গিয়া বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়া স্বর্গে গেলেন! রাণী বীরা মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে থাকিয়া, তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মরুত্ত রাজা হইলে পর তাঁহার সুশাসনের গুণে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রজারা মহা সন্তুষ্ট হইল, তাহাদের সুখের সীমা রহিল না। কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না। মরুত্তের মনেও দুঃখ আসিয়া দেখা দিল !

একদিন মরুত্ত সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন তপস্বী আসিয়া বলিল—"মহারাজ! আমি মহর্ষি ভার্গবের আশ্রম হইতে আসিয়াছি। সাপের কামড়ে একদিনে সাতজন মুনিবালকের মৃত্যু হইয়াছে! ইহা দেখিয়া আপনার পিতামহী বীরা বলিয়া পাঠাইয়াছেন—'তুমি কিরূপ রাজ্য শাসন করিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না। একদিনে সাতজন ঋষিকুমারকে সাপে

কামড়াইয়া মারিল! তোমার পিতামহের সময়ে এইরূপ দুর্ঘটনা ত কখন হয় নাই!' মহারাজ! আপনার পিতামহীর সংবাদ জানাইলাম; এখন যাহা উচিত মনে করেন তাহাই করুন।"

তপস্বীর কথা শুনিয়া মরুত্ত বড়ই লজ্জিত হইলেন। আবার তাঁহার রাগও হইল। তিনি তখনই ধনুর্ব্বাণ লইয়া, তপস্বীর সঙ্গে মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, তাঁহার পিতামহী ও মুনিঠাকুরেরা বিষন্ন মনে বসিয়া আছেন। নিকটেই সাতজন ঋষিকুমারের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে! মরুত্ত ধীরে ধীরে সকলের পায়ের ধূলা লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলে পর, তাঁহার পিতামহী বলিলেন—"বাছা! পিতার সিংহাসনের অপমান করিলে? তোমার রাজ্যে নির্দ্দোষ মুনিবালকগুলিকে সাপে কামড়াইয়া মারিল! তবে তুমি রাজ চক্রবর্ত্তী হইবে কি করিয়া?"

মরুত্ত আর সহ্য করিতে পারিলেন না ধনুক হাতে লইয়া ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"কি! পৃথিবী বশ করিয়াছি, আর সামান্য নাগ আমার শাসন অমান্য করিল? এই মুহূর্ত্তে নাগকুল শেষ করিব।" এই বলিয়া তিনি ধনুকে দারুণ 'সংবর্ত্তক' অস্ত্র যুড়িয়া 'পৃথিবীর সমস্ত নাগ ধ্বংস হউক' এই বলিয়া অস্ত্র ছাড়িলেন। অস্ত্রের প্রচণ্ড তেজে, সমুদয় নাগলোক জ্বলিয়া উঠিল! মহা বলবান্ নাগেরা পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল! অবশেষে বিপন্ন

ও নিরুপায় নাগেরা, পাতাল ছাড়িয়া মরুত্তের মাতা বৈশালিনীর নিকট আসিয়া বলিল—"হে রাজ্ঞি! পূর্ব্বে আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিপদের সময় আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; এখন সে প্রতিজ্ঞা পালন করুন। আপনার পুত্র মরুত্তকে শান্ত করিয়া, আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করুন।"

পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার কথা বৈশালিনীর মনে পড়িল। কথা যখন দিয়াছেন তখন রাখিতেই হইবে। তিনি তখনই স্বামীকে সকল ঘটনা জানাইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া অবীক্ষিত বলিলেন—"দুষ্ট সাপেরা মরুত্তের শাসন অমান্য করিয়া, মুনি বালকদিগকে বধ করিয়াছে। মরুত্ত তাহাদিগকে সাজা না দিয়া, আমার কথায় যে অস্ত্র ফিরাইয়া লইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। যদি নিতান্তই সে আমার কথা না শুনে তবে আমি অস্ত্র দ্বারা তাহার অস্ত্র নিবারণ করিব।" এই বলিয়া অবীক্ষিত ধনুর্ব্বাণ লইয়া পত্নীর সহিত মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

সেখানে গিয়া দেখিলেন, ক্রুদ্ধ মরুত্ত ধনু হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই মহা ভীষণ বাণ, মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির করিতে করিতে চারিদিক্ উজ্জ্বল করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছে। অবীক্ষিত হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বৎস মরুত্ত! আমি অনুরোধ

করিতেছি, তুমি শান্ত হও এবং অস্ত্র সংহার করিয়া আমার আশ্রিত নাগদিগকে রক্ষা কর।"

মরুত্ত বলিলেন—"পিতঃ! দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। আমার রাজ্যে ব্রহ্মহত্যা করিয়াও যদি দুষ্ট নাগেরা শাস্তি না পায়, তবে আমার ক্ষমতাকে ধিক্! সুতরাং, অস্ত্র নিবারণ করিতে আপনি আমাকে অনুরোধ করিবেন না।"

অবীক্ষিত পুনরায় বলিলেন—"বৎস! তোমার মাতা, বিপদের সময় সাপদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। আমিও তাঁহার অনুরোধে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছি। এখন তুমি অস্ত্র সংবরণ না করিলে, তোমার মায়ের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে—তাঁহার পাপ হইবে।"

এবারেও মরুত্ত অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন—"রাজা হইয়া আমি যদি দুষ্টের সাজা না দেই, তবে আমাকে নরকে যাইতে হইবে। সুতরাং কিরূপে আপনার কথা রক্ষা করিব?"

এইরূপে বার বার অনুরোধ করিলেও যখন মরুত্ত পিতার কথা শুনিলেন না, তখন অবীক্ষিত ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—"রে দুর্ব্বৃত্ত! তুমি পিতা মাতার অপমান করিবে ভাবিয়াছ! অস্ত্রবিদ্যা কি শুধু তুমিই জান? আমি এখনই তোমাকে উচিত শিক্ষা দিয়া নাগকুল রক্ষা করিব।" এই

বলিয়া অবীক্ষিত ধনুকে মহা ভয়ঙ্কর 'কালাস্ত্র' সন্ধান করিলেন। মরুত্তের সংবর্ত্তক অস্ত্রের আগুনেই ত্রিভুবন ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে; তাহার উপর আবার অবীক্ষিতের কালাস্ত্রও যখন অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন সকলে মনে করিল—বুঝি প্রলয় কাল উপস্থিত! মরুত্ত চিন্তিত হইয়া বলিলেন—"বাবা, দুষ্টকে দমন করিবার জন্যই আমি সংবর্ত্তক অস্ত্র ছাড়িয়াছি—আপনার বধের জন্য নহে! তবে কেন আপনি নিরপরাধ পুত্রের বধের জন্য এই মহা অস্ত্র সন্ধান করিতেছেন?"

অবীক্ষিত তখন ক্রোধে উন্মত্ত। পুত্রের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন—"আশ্রিতকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। এখন, হয় তুমিই আমাকে বিনাশ করিয়া নাগকুল ধ্বংস কর, অথবা আমিই তোমাকে বধ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিব।"

পিতাপুত্রের কাণ্ড দেখিয়া আশ্রমের সকলে ভয়ে অস্থির হইলেন। বাস্তবিক তখন দারুণ একটা দুর্ঘটনা হইয়াই যাইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, ভার্গব প্রভৃতি মুনিঠাকুরেরা হঠাৎ তাঁহাদিগের মধ্যখানে আসিয়া মরুত্তকে বলিলেন—"পিতার প্রতি অস্ত্র পরিত্যাগ করা তোমার উচিৎ নহে।" অবীক্ষিতকে বলিলেন—"এমন গুণবান্ পুত্রকে বধ করা তোমারও কর্ত্তব্য

নহে। আর, নাগেরাও বলিতেছে, যে, এখনই ঔষধ আনিয়া ঋষিবালকদিগকে জীবিত করিবে; সুতরাং আর বিবাদের প্রয়োজন কি?”

এই সময়ে রাণী বীরা আসিয়া পুত্র অবীক্ষিতকে বলিলেন—“আমার কথাতেই তোমার পুত্র নাগকুল ধ্বংস করিতেছিল। মুনিবালকেরা যদি জীবন পায়, তবে মরুত্ত এখনই তাহার অস্ত্র থামাইবে; সঙ্গে সঙ্গে তোমার আশ্রিত নাগেরাও রক্ষা পাইবে।”

তখন পিতাপুত্রের বিবাদ দূর হইয়া গেল। নাগেরাও পাতাল হইতে অমৃত আনিয়া মুনিবালকদিগকে জীবিত করিল। তারপর সকলের মনে কি যে আনন্দ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না! মরুত্ত পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলেন। অবীক্ষিত তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কত আদর করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—“বাবা! তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হও। চিরজীবন পৃথিবীর রাজা হইয়া সুখে প্রজাপালন কর।” এই বলিয়া অবীক্ষিত পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া, পত্নীর সহিত চলিয়া গেলেন। মরুত্ত পৃথিবীর রাজা হইয়া পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সূর্য্যবংশে তাঁহার মত বলশালী, গুণবান্ পুণ্যবান্ ও তেজস্বী রাজা জন্মগ্রহণ করেন নাই—কোন দিন করিবেন না।

নরিষ্যন্ত ও দম

মার্কণ্ডেয় পুরাণ

মহারাজ মরুত্ত, বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র নরিষ্যন্তকে সিংহাসনে বসাইয়া তপস্যার জন্য বনে গেলেন। রাজা হইয়া নরিষ্যন্ত ভাবিলেন, "আমার পিতা ও পূর্ব্বপুরুষেরা দান, ধর্ম্ম ও ক্ষমতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ গৌরবের সহিত পৃথিবী পালন করিয়া গিয়াছেন, আমি কি সেরূপ করিতে পারিব? যাহা হউক, আমাকে এমন একটা কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে হইবে যাহা পূর্ব্ব-পুরুষেরা করেন নাই এবং যাহাতে আমারও যথেষ্ট সুনাম হইবে। এখন আমি কি করি?" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন—"আমার পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেরাই চিরকাল যাগ যজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন; অন্য কাহারও যজ্ঞের সুবিধা করিয়া দেন নাই। অতএব আমি এমন কাজ করিব, যাহাতে আমার রাজ্যের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছামত যাগ যজ্ঞ করিতে পারেন।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি একটি মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি পৃথিবীর ব্রাহ্মণদিগকে এমনই ধনরত্ন দান করিলেন, যে, সূর্য্যবংশে পূর্ব্বে অন্য কেহ সেরূপ

করিতে পারেন নাই। ইহার ফল হইল এই, যে, কিছুকাল পরে নরিষ্যন্ত যখন আর একটি যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তখন আর পুরোহিত খুঁজিয়া পাইলেন না। যাঁহাকেই ডাকিয়া পাঠান, তিনিই বলেন—"মহারাজ! আমি অন্য একটি যজ্ঞে পুরোহিত হইব বলিয়া কথা দিয়াছি, আপনি অপর কাহাকেও বরণ করুন।" নরিষ্যন্তের যজ্ঞে অসীম ধনরত্ন পাইয়া পৃথিবীর ব্রাহ্মণগণ নিজেরাই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং রাজার যজ্ঞে পুরোহিতের অভাব হওয়া আর বিচিত্র কি? নরিষ্যন্ত যখন দ্বিতীয়বার যজ্ঞের আয়োজন করিতে চাহিলেন, তখন নাকি পূর্ব্বদিকে আঠার কোটী, পশ্চিমদিকে সাত কোটী, দক্ষিণদিকে চৌদ্দ কোটী এবং উত্তর দিকে পঞ্চাশ কোটী যজ্ঞ হইতেছিল। রাজা নরিষ্যন্তের অত্যাশ্চর্য্য দানের ফলেই, এক সময়ে এতগুলি যজ্ঞের আয়োজন সম্ভব হইয়াছিল। বাস্তবিক সূর্য্যবংশে অন্য কোন রাজাই নরিষ্যন্তের মত এইরূপ দান করিতে পারেন নাই।

নরিষ্যন্তের পুত্র ছিলেন দম। তিনি ইন্দ্রের মত বলবান্ এবং মুনি ও ঋষির মত দয়াবান্ ও সাধু ছিলেন। রাজা বৃষপর্ব্বা ও দৈত্যরাজ দুন্দুভির নিকট তিনি সকল রকমের ধনুর্বিদ্যা শিখিয়াছিলেন।

রাজা চারুকর্ম্মার কন্যা সুমনার স্বয়ংবরে, পৃথিবীর রাজাদিগের নিমন্ত্রণ হইল। রাজপুত্র দমও নিমন্ত্রণ পাইয়া স্বয়ংবর

সভায় গেলেন! রাজকুমারী সুমনা দমকেই বরণ করিলেন। ইহাতে মদ্ররাজপুত্র মহানন্দ এবং বিদর্ভরাজপুত্র বপুষ্মান্ ও মহাধনু, ইঁহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিলেন—দমের নিকট হইতে সুমনাকে কাড়িয়া লইবেন; পরে সুমনা, তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা বরণ করিবে। এই দুষ্ট রাজপুত্রেরা সভাস্থ অপর রাজাদিগকেও উত্তেজিত করিলেন। তখন রাজপুত্র দমের সহিত সকলের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দমের তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে অনেকের প্রাণ গেল; আর এক বপুষ্মান্ ছাড়া, অন্য সকলেই পলায়ন করিল। বপুষ্মা-নের সহিত রাজপুত্র দমের অনেকক্ষণ দারুণ যুদ্ধ হইলে পর তিনি তাহাকে বাণে জর্জ্জরিত করিয়া মাটিতে ফেলিলেন। কিন্তু ক্ষমাশীল দম বপুষ্মান্‌কে প্রাণে বধ না করিয়া, ছাড়িয়া দিলেন। লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া, বপুষ্মান্ সেখানে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না। ইহার পর মহা সমারোহের সহিত দম ও সুমনার বিবাহ হইয়া গেল। রাজপুত্র দম সুমনাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

ক্রমে রাজা নরিষ্যন্ত বৃদ্ধ হইলে, দমকে সিংহাসনে বসাইয়া রাণী ইন্দ্রসেনার সহিত তপস্যার জন্য বনে গেলেন।

কিছুকাল পরে একদিন সেই বিদর্ভ রাজপুত্র পাপিষ্ঠ বপু-ষ্মান্, লোকজন লইয়া শিকারের জন্য সেই বনে উপস্থিত হইল।

ঘটনাক্রমে, তপস্বী নরিষ্যন্ত ও রাণী ইন্দ্রসেনাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই ভয়ঙ্কর বনে স্ত্রীকে লইয়া তপস্যা করিতে আসিয়াছেন—আপনি—কে ?" নরিষ্যন্ত তখন মৌনব্রতী থাকায় রাণী ইন্দ্রসেনাই সে কথার উত্তরে আপনাদের পরিচয় দিলেন।

তপস্বীকে শত্রুর পিতা বলিয়া জানিতে পারিয়া, হতভাগা বপুষ্মানের মনে প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ সে তপস্বী নরিষ্যন্তের জটার মুঠি ধরিল। ইন্দ্রসেনা নিতান্ত কাতর হইয়া কত মিনতি করিতে লাগিলেন, দুরাচার বপুষ্মান্ তাহাতে কর্ণপাতও করিল না! হাতে তলোয়ার লইয়া সে বলিতে লাগিল, "যে আমাকে স্বয়ংবর সভায় যুদ্ধে হারাইয়া রাজকন্যা সুমনাকে চুরি করিয়াছে, আজ সেই দমের পিতাকে বধ করিব, দমের যদি ক্ষমতা থাকে আসিয়া রক্ষা করুক।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ নরিষ্যন্তের মাথা কাটিয়া ফেলিল! ইন্দ্রসেনা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বনবাসী ঋষিরা পাপিষ্ঠ বপুষ্মান্‌কে ধিক্কার দিতে লাগিলেন! এইরূপে নরিষ্যন্তকে বধ করিয়া দুরাচার বপুষ্মান্ বন হইতে প্রস্থান করিল।

বপুষ্মান্ চলিয়া গেলে পর, রাণী ইন্দ্রসেনা ইন্দ্রদাস নামে একজন তাপসকে বলিলেন—"তুমি আমার স্বামীর মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়াছ, তোমাকে আর বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

আমার পুত্র দমকে গিয়া বল—'তুমি রাজা হইয়া পৃথিবী পালন করিতেছ, কিন্তু তাপসদিগকে রক্ষা করিতেছ না? ধিক্ তোমার রাজত্বে! তোমার পিতা নরিষ্যন্ত তপস্যা করিতেছিলেন, পাপিষ্ঠ বপুষ্মান্ আসিয়া বিনা অপরাধে তাঁহাকে বধ করিয়াছে! আমি তাপসী, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলা উচিত হইবে না। এখন তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহাই কর'।" এই বলিয়া তাপসকে বিদায় করিয়া, রাণী ইন্দ্রসেনা পতির মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া, আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

তাপস ইন্দ্রদাস রাজা দমের নিকট গিয়া তাঁহার পিতার মৃত্যু কাহিনী ও রাণী ইন্দ্রসেনা যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সে সমুদয় বর্ণন করিল। দমের মনটি বড় কোমল ছিল এবং তিনি বড় সহিষ্ণু ছিলেন। কিন্তু এই নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন—"কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি পুত্র জীবিত থাকিতে, হতভাগা বপুষ্মান্ আমার পিতাকে অনাথের মত বধ করিয়াছে? যদি তাহার রক্তে পিতার তর্পণ না করি, তবে আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরিব। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং অসুরগণও যদি তাহাকে রক্ষা করেন, তবুও তাহার নিস্তার নাই।"

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা দম অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত বপুষ্মানের সন্ধানে চলিলেন।

বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইয়া বপুষ্মানকে যুদ্ধে আহ্বান করিবা-মাত্র, সেও সাজিয়া গুজিয়া দমের সম্মুখে আসিল। তখন দম ও বপুষ্মানের যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল সে অতি ভীষণ! আকাশে থাকিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং সিদ্ধগণ এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

দম ক্রুদ্ধ হইয়া যখন যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার বাণের আঘাতে বপুষ্মানের সৈন্যগণ আহত হইয়া পড়িল। বপুষ্মানের সেনাপতি দমের সম্মুখে আসিবামাত্র, তিনি তাহার বুকে এমন সাংঘাতিক এক বাণ মারিলেন, যে, হতভাগ্য সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল! সেনাপতির মৃত্যুতে বপুষ্মান নিরাশ হইয়া সৈন্যের সহিত পলায়ন করিলে, দম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রে দুষ্ট! তুই আমার অসহায় তপস্বী পিতাকে বধ করিয়াছিস্, আর এখন কাপুরুষের মত পলায়ন করিতেছিস্ কেন? ধিক্ তোর বাহুবলে! তুই না ক্ষত্রিয়? শীঘ্র ফিরিয়া আয়?"

এই তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বপুষ্মান্ ফিরিয়া আসিলে—পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল! ক্রুদ্ধ বপুষ্মান্ বাণের পর বাণ মারিয়া রথশুদ্ধ দমকে ঢাকিয়া ফেলিল। দম চক্ষের নিমেষে সে বাণ কাটিয়া একটি সাংঘাতিক বাণ দ্বারা বপুষ্মানের সাত পুত্র ও তাহার ছোট ভাইকে বধ করিলেন।

বপুষ্মানও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমাগত বাণ মারিয়া দমকে অস্থির করিয়া দিল। উভয়ে মহা যোদ্ধা! তাঁহারা পরস্পরের বধ ইচ্ছা করিয়া দারুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরীর রক্তে লাল হইয়া গেল! তারপর যুদ্ধ করিতে করিতে যখন দুইজনেরই ধনু কাটিয়া গেল তখন আরম্ভ হইল খড়্গ যুদ্ধ।

এই সময়ে পিতার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া দম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীরে দ্বিগুণ বল আসিল এবং চক্ষের নিমেষে দুরাচার বপুষ্মানকে চুলের মুঠি ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে চড়িয়া বসিলেন। পরে খড়্গ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ক্ষত্রিয়াধম বপুষ্মানের বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিতেছি—দেবতা গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্য সকলে সাক্ষী থাক!" এই বলিয়া দম পাপিষ্ঠ বপুষ্মানের বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিলেন; এবং সেই রক্তে পিতার তর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন-পূর্ব্বক রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

পুরাকালে, বিদূরথ নামে বড় ক্ষমতাবান্ এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার সুনীতি ও সুমতি নামে দুই পুত্র এবং মুদাবতী নামে পরমসুন্দরী এক কন্যা ছিল। রাজা বিদূরথ একদিন শিকার করিতে গিয়া, বনের মধ্যে প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত দেখিতে পাইলেন। গর্ত্ত এমনই বড়, যে, তাহা দেখিয়া রাজা বিদূরথ ভাবিলেন—"ইহা কখনই সাধারণ গর্ত্ত নহে, এটা নিশ্চয় পাতালে যাইবার পথ!"

রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সেখানে সুগ্রীব নামে এক ব্রাহ্মণ তপস্বী আসিয়া উপস্থিত। তখন সেই গর্ত্ত দেখাইয়া রাজা তাঁহাকে সেটার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষি বলিলেন—"মহারাজ! আপনি রাজা, সকল বিষয়ই আপনার জানা থাকা উচিত। এই গর্ত্তের সংবাদটিও আপনাকে বলিতেছি শুনুন,—এক মহা বলবান দৈত্য পাতালে থাকে; সে পৃথিবীকে জৃম্ভিত (বিদীর্ণ) করে বলিয়া, তাহার নাম হইয়াছে 'কুজৃম্ভ'। পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা সুনন্দ নামক এক ভীষণ মুষল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দুষ্ট দানব সেই মুষল চুরি করিয়াছে! যক্ষের

সময় সে সুনন্দ মুষল দিয়া শত্রু বিনাশ করে। এই মুষলের সাহায্যে সে পৃথিবী ভেদ করিয়া, অন্য দানবদিগের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। এই গর্ত্তটি পাতালে যাইবার সেই পথ।”

“দুষ্ট দানব মুষলের বলে মুনি ঋষিদিগের যজ্ঞ নষ্ট করে; দেবতারা পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে অস্থির! আপনি যদি এই দানবকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন, তবেই পৃথিবীর সম্রাট হইয়া সুখে বাস করিবেন। মুষলের একটি আশ্চর্য্য নিয়ম এই, যে, যেদিন তাহাকে কোন স্ত্রীলোক স্পর্শ করিবে, সে দিন তাহার গুণ থাকিবে না; কিন্তু পর দিনই আবার বলশালী হইবে। স্ত্রীলোকের স্পর্শে যে মুষলের বল থাকে না, দুষ্ট দানব সে কথা জানে না। মহারাজ! আপনাকে সব কথা বলিলাম, এখন যাহা উচিত মনে করেন করুন।” এই বলিয়া ঋষি প্রস্থান করিলেন, রাজাও বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া বিদূরথ তাঁহার মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া, দানব কুজৃম্ভের কথা এবং তাহার মুষলের কথা সমস্তই বলিলেন। এই সময়ে রাজকুমারী মুদাবতী পিতার নিকট উপস্থিত থাকায়, তিনিও সমস্ত বিষয় শুনিতে পাইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, রাজকুমারী সখীদিগের সহিত উপবনে বেড়াইতে গেলেন। সেখানে দুরাচার কুজৃম্ভ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, চুরি করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

এই দুঃসংবাদ পাইয়া রাজা বিদূরথের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি পুত্র দুইজনকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা শীঘ্র যাও। নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর তীরে যে গভীর গর্ত্ত আছে, সেই গর্ত্ত দ্বারা পাতালে গিয়া, পাপিষ্ঠ কুজৃম্ভকে বধ করিয়া রাজ-কুমারীকে উদ্ধার কর।"

পিতার আদেশে ক্রুদ্ধ রাজপুত্রদুটি, অনেক সৈন্য সামন্তের সহিত গর্ত্তের নিকটে গেলেন। দানবের পায়ের চিহ্ন দেখিয়া পাতালে গেলে পর কুজৃম্ভের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল! অনেক দিন যুদ্ধের পর মায়াবী দানবের কৌশলে রাজার সৈন্যগণ বিনষ্ট হইল; অবশেষে কুমার দুইজনও বাঁধা পড়িলেন।

এই সংবাদ পাইয়া রাজা যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন—"যে এই দুষ্ট দানবকে বধ করিয়া মুদাবতী ও রাজকুমার দুটিকে উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহাকেই কন্যাদান করিব।" এই ঘোষণা শুনিয়া, রাজা ভনন্দনের পুত্র মহাবীর বৎসপ্রী, বিদূরথের সভায় আসিয়া অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন—"মহারাজ! অনুমতি পাইলে আমি এখনই দুরাচার কুজৃম্ভকে বধ করিয়া, আপনার কন্যা ও পুত্রদিগকে উদ্ধার করিতে পারি।" রাজা ভনন্দন ছিলেন বিদূরথের পরম বন্ধু। বিদূরথ তখনই মিত্রপুত্র বৎসপ্রীকে

আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"বৎসপ্রি! তুমি আমার পুত্রের তুল্য। যাও—যদি আমার কন্যা ও পুত্রদিগকে উদ্ধার করিতে পার, তবে যথার্থ মিত্রপুত্রের কার্য্যই করিবে।"

বৎসপ্রী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, সেই গর্ত্ত দিয়া পাতালে গেলেন। সেখানে গিয়া ধনুকে টঙ্কার দিবামাত্র, সমস্ত পাতালপুরী কাঁপিয়া উঠিল! দুষ্ট দানবও সেই টঙ্কারশব্দ শুনিয়া, ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। তখন সেখানে অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রমাগত তিন দিন দারুণ সংগ্রামের পরও যখন কোন পক্ষের জয় হইল না, তখন দুষ্ট দানব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, মুষল আনিবার জন্য অন্তঃপুরে চলিল।

অন্তঃপুরে প্রতিদিন সেই দেবনির্ম্মিত মুষলের পূজা হইত। রাজকুমারী মুদাবতী মুষলের ক্ষমতার কথা জানিতেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া অবধি, তিনি মাথা নীচু করিয়া তাহা স্পর্শ করিতে-ছিলেন। দানব যখন মুষল হাতে লইল, তখনও মুদাবতী পূজার ছল করিয়া, বার বার তাহা স্পর্শ করিতেছিলেন।

কুজৃম্ভ মুষল লইয়া, পুনরায় রণক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের স্পর্শে তাহার বল নষ্ট হওয়াতে, মুষল ব্যর্থ হইতে লাগিল। সৌনন্দ মুষল ব্যর্থ হইতে দেখিয়া, দুষ্ট দানব একেবারে দমিয়া গেল। সে অন্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ

করিতে লাগিল বটে, কিন্তু রাজপুত্রের সহিত আর সে পারিয়া উঠিল না। অবশেষে বৎসপ্রী, আগ্নেয় অস্ত্র মারিয়া তাহাকে বধ করিলেন। দানব কুজৃম্ভের মৃত্যুতে পাতালে নাগকুলের মহা আনন্দ হইল। আকাশ হইতে দেবতাগণ বৎসপ্রীর উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

দানবের মৃত্যুর পর, নাগরাজ অনন্ত সেই মুষল গ্রহণ করি-লেন। রাজকুমারী মুদাবতী, মুষলের ক্ষমতা ব্যর্থ করিবার জন্য যে বার বার উহা স্পর্শ করিয়াছিলেন, সে জন্য নাগরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, সৌনন্দ মুষলের নামে রাজকুমারীকে 'সুনন্দা' নাম দিলেন।

ইহার পর বৎসপ্রী, রাজকুমারী ও রাজপুত্র দুইজনকে লইয়া রাজা বিদূরথের নিকট গেলেন। বিদূরথ যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না! তারপর, বৎসপ্রীর সহিত মুদাবতীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর বৎসপ্রী সকলের নিকট বিদায় লইয়া, স্ত্রীর সহিত রাজধানীতে ফিরি আসিলেন।

সীতার অভিশাপ

শিব পুরাণ

পূর্ব্বকালে রাম, বনবাসের সময় সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কিছুকাল ফল্গুনদীর তীরে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পিতার শ্রাদ্ধের কাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বড়ই ভাবনা হইল। শ্রাদ্ধের উপযুক্ত জিনিষপত্র সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি লক্ষ্মণকে নিকটস্থ গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রাদ্ধের সময় প্রায় উপস্থিত, তবুও লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া, রাম নিজেই গ্রামের দিকে রওয়ানা হইলেন।

রাম লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে সীতা একাকী বসিয়া ভাবিতে [illegible]—"বেলা দুইপ্রহর পার হইতে চলিল, লক্ষ্মণ তবুও ফিরিলেন না। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া রামচন্দ্র গেলেন, তিনিও এখন পর্য্যন্ত আসিলেন না! এদিকে শ্রাদ্ধের সময় শেষ হইতে চলিল—এখন আমি কার কি? তবে আমিই আজ ফল্গুতীরে পতির [illegible] পিণ্ড দিব।" এইরূপ স্থির করিয়া সীতা ইঙ্গুদী তেলের বাতি জ্বালিলেন এবং উপস্থিত ফুল-ফল যাহা পাইলেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া পিণ্ড দিবামাত্র শূন্যে কয়েকখানি সুসজ্জিত হস্ত বাহির হইয়া সেই পিণ্ড গ্রহণ করিল এবং সেই সঙ্গে আকাশবাণী হইল—"হে জনকনন্দিনি! আজ আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং তুমিও ধন্য হইলে।"

সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কে আসিয়া আমার পিণ্ড লইলেন?" ইহার উত্তরে দৈববাণী হইল—"জানকি! আমি তোমার শ্বশুর দশরথ; তোমার পিণ্ড পাইয়া আমাদের পরম তৃপ্তি হইয়াছে।" দশরথকে দেখিতে না পাইয়া জানকী তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিলেন—"পিতঃ! আমার পতি রামচন্দ্র এবং দেবর লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিয়া এসকল কথা যদি বিশ্বাস না করেন, তখন আমি কি করিব?" পুনরায় দৈববাণী হইল—"এ বিষয়ে তুমি কয়েকজন সাক্ষী রাখিয়া দাও।" সীতা তখন ফল্গুনদীকে, অগ্নিকে এবং একটি গরুকে এবং যে কেতকী ফুল দিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই ফুলকে বলিলেন—"তোমরা এই ব্যাপারের সাক্ষী থাকিও।"

কিছুকাল পরে রাম, লক্ষ্মণের সহিত ফিরিয়া আসিয়া, সীতাকে বলিলেন, "শ্রাদ্ধের সময় শেষ হইয়া আসিল, মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই অন্তরালে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রাদ্ধ করিয়াই আমরা আহার করিব! আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে—তুমি শীঘ্র স্নান করিয়া আহারের আয়োজন কর।" একথার কোন উত্তর না দিয়া, জানকী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?" সীতা তখন সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। তখন রাম নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ! জানকী যাহা যাহা

বলিলেন শুনিলে ত ? আমরা শাস্ত্রমতে ডাকিয়াও যাঁহার দর্শন পাই না, তিনি কি না জানকীর ডাক শুনিয়াই আসিয়া উপস্থিত হইলেন! এ বড় আশ্চর্য্য কথা—বোধ করি জানকী যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক নয়।"

রামের কথায় সীতা অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিলেন—"এ বিষয়ে ফল্গুনদী প্রভৃতি সাক্ষী আছে। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তবে [illegible] জিজ্ঞাসা করুন।" রাম বলিলেন—"আচ্ছা! উহারা যদি তোমার কথা সত্য বলিয়া বলে, তাহা হইলে বিশ্বাস করিব।"

তখন চারিজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাহারা সকলেই অস্বীকার করিয়া বলিল—"কই! আমরা ত শ্রাদ্ধের বিষয় কিছুই জানি না!" এই কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণ হাসিয়া গড়াগড়ি! জানকী লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রান্না করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রাদ্ধে বসিয়া যখন রাম পিতৃগণকে আহ্বান করিলেন, তখন আকাশবাণী হইল—"বৎস! আবার কি জন্য ডাকিতেছ ? জানকী আমাদিগকে পিণ্ড দান করিয়াছেন, আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাম বলিলেন—"আমি এই কথা মানি না!" পুনরায় দৈববাণী হইল—"হে রাম! জানকী শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, আর শ্রাদ্ধের প্রয়োজন নাই!" তবুও যখন

রাম সন্তুষ্ট হইলেন না, তখন স্বয়ং সূর্য্য সাক্ষী হইয়া বলিলেন—“রাম! কেন তুমি আবার শ্রাদ্ধ করিতে বসিলে? জানকী ইতিপূর্ব্বেই শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।” তখন আর কথা কি, রামের সন্দেহ দূর হইল। তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া জানকীকে বলিলেন—“জনকনন্দিনি! তোমার জয় হউক, তুমি চিরজীবী হও। আমাদের কুলে তোমার মত পুণ্যবতী বধূ! আমরা ধন্য হইলাম।”

তখন সেই চারিজন দুষ্ট সাক্ষীর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, জানকী তাহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। ফল্গুকে বলিলেন—“সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া তুমি মিথ্যা বলিলে, সে জন্য এখন হইতে তোমার জল মাটির নীচ দিয়া বহিবে!” কেতকী ফুলকে বলিলেন---“হে কেতকি! তুমি যে মিথ্যা বলিয়াছ, সে জন্য তোমার দ্বারা এখন হইতে শিবের পূজা হইবে না।” গরুকে বলিলেন---“এখন হইতে তোমার মুখের দিক্ অপবিত্র হইবে।” আগুনকে বলিলেন--“দেবতা হইয়াও তুমি যে মিথ্যা কথা বলিয়াছ, সে জন্য তুমি আজ হইতে সর্ব্বভক্ষক হও।”

তখন হইতে নাকি ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা, অগ্নি সর্ব্বভুক্, কেতকী শিবপূজার অযোগ্য এবং গরুর মুখ অপবিত্র ও পুচ্ছ দেশ পবিত্র হইয়াছে।

গৌতমের তপস্যা

শিবপুরাণ

কাশীর দক্ষিণে ব্রহ্মগিরি পর্ব্বতে, যেখানে অনেক মুনিরা থাকেন, সেখানে গৌতম মুনির আশ্রম। গৌতম আর তাঁহার স্ত্রী অহল্যা, ছয় মাস ভয়ানক তপস্যা করিয়া, বরুণ দেবকে সন্তুষ্ট করেন। বরুণ বর দিলেন, সে দেশে কোন দিন জলকষ্ট হইবে না। তখন সেখানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া দেখা গেল, তাহাতে বার মাস পরিষ্কার জল থাকে।

গৌতমের শিষ্যেরা প্রতিদিন আশ্রমের জন্য জল লইয়া আসিত। একদিন তাহারা জল তুলিতেছিল, এমন সময় অন্য কয়েকজন মুনির স্ত্রীরা আসিয়া, তাঁহাদিগকে ধমক দিয়া বলিল —"এই ও! আমরা এখন জল নিব—তোরা এখন যা।" শিষ্যেরা তাহাতে রাগ করিয়া, অহল্যার কাছে নালিশ করিল। অহল্যা বলিলেন—"বাছারা! তোমাদের আর জল আনিয়া কাজ নাই, এখন হইতে আমিই জল আনিব।" কিন্তু দুষ্ট ঋষি-পত্নীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, একদিন মিছামিছি অহল্যাকে খুব বকিয়া দিল এবং বাড়ীতে গিয়া উল্টা বলিল, যে, "অহল্যা আমাদিগকে গালি দিয়াছে।" অহল্যাকে সকলেই

জানে, সুতরাং একথা বাড়ীর লোকে বিশ্বাস করিল না। তাহাতে ঋষিপত্নীরা আরও চটিয়া গেল। তাহারা প্রতিদিন অহল্যাকে গালাগালি দিত, আর প্রতিদিন বাড়ী গিয়া বলিত, "অহল্যা বড় ছোট লোক—তাহার জ্বালায় আর টেকা যায় না।" শেষটা এমন হইল, যে মুনিঠাকুরেরাও অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে গৌতম ও অহল্যাকে আশ্রম হইতে সরান যায়।

অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল—"গণেশের পূজা করা যাউক।" তখন ধূপ, ধূনা, ধান, দূর্ব্বা, সিন্দুর, চন্দনের ঘটা করিয়া গণেশকে সন্তুষ্ট করা হইল। গণেশ বলিলেন—"তোমরা কি চাও?" মুনিরা বলিলেন—"গৌতমকে এখান হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিন্।" গণেশ বলিলেন—"এমন কাজ কি কখন করিতে হয়? গৌতম এমন সাধু লোক, তোমাদের এত উপকার করিয়াছেন—তাঁহার মনে কি কষ্ট দেওয়া উচিত?" কিন্তু ঋষিরা ছাড়িলেন না। তখন গণেশ বলিলেন—"আচ্ছা! তাহাই করিব, পরে যাহা হয় হইবে।"

তখন গণেশ একটি অদ্ভুত রোগা গরু সাজিয়া গৌতমের ক্ষেতে শস্য খাইতে লাগিলেন। গৌতম তাহাকে তাড়াইবার জন্য একটা খড় দিয়া ছুঁইবামাত্র, গরুটা চার পা ছুঁড়িয়া

তৎক্ষণাৎ পড়িয়া মারা গেল! অমনি দুষ্ট মুনিরা, ঝোপের আড়াল হইতে চেঁচাইয়া উঠিল—"গৌতম! কি করিলে?" চারিদিক্ হইতে সকলে ছুটিয়া আসিল এবং "গৌতম গো-হত্যা করিয়াছে" বলিয়া ভয়ানক গালাগালি আর নিন্দা করিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল—"এমন লোকের মুখ দেখিতে নাই। ইহাকে কোন মতেই এখানে থাকিতে দেওয়া উচিত হয় না।" মনের দুঃখে গৌতম অহল্যাকে লইয়া এক ক্রোশ দূরে গিয়া তাঁহার আশ্রম বসাইলেন। তাঁহার শিষ্যেরা একে একে সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। একদিন ঋষিপত্নীরা পথে গৌতমের দেখা পাইয়া তাঁহাকে অপমান করিল। গৌতম মনের দুঃখে কিছুদিন কাটাইলেন। তারপর একদিন দুষ্ট ঋষিদের আশ্রমে গিয়া দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন—"আপনারা দয়া করিয়া বলুন, কি করিলে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

তখন মুনিরা সভা করিয়া ব্যবস্থা দিলেন—"তুমি আগে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া, তোমার দুষ্কর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া আইস, তারপর একমাস ব্রত পালন করিয়া একশত বার এই ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ কর। অথবা ব্রহ্মগিরির চারিদিকে এগার পাক ঘুরিয়া শত কলসে স্নান কর; তারপর গঙ্গা আনাইয়া এক কোটি

বার শিব পূজা কর।" ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম তাহাতেই রাজি হইলেন। তারপর ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি আশ্চর্য্য তপস্যা দ্বারা শিবের প্রসাদ লাভ করিলেন। শিব [illegible]— "গৌতম! তুমি কিসের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেছ? তুমি ত কিছুমাত্র পাপ কর নাই!" এই বলিয়া তিনি দুষ্ট ঋষিদের কথা, তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন। গৌতম বলিলেন—"আহা, সেই ঋষিরাই ধন্য! তাঁহাদিগের জন্যই ত আমি আজ আপনার দেখা পাইলাম।" একথায় মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি তোমায় বর দিব, তুমি কি চাও?" গৌতম বলিলেন, "তবে দয়া করিয়া আমায় গঙ্গা আনাইয়া দিন্।"

তখন মহাদেব গৌতমকে জল দিবামাত্র সেই জলের মধ হইতে গঙ্গাদেবী উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—"গৌতমের পু হউক, তাঁহার পরিবারের সকলে পুণ্য লাভ করুন, এইঃ দিয়া গঙ্গা নদী বহিয়া চলুক, পৃথিবী শুদ্ধ সকলে তাহাতে স্নান করিয়া পবিত্র হউক—কিন্তু সাবধান! সেই দুষ্ট ঋষিরা যেন এখানে স্নান করিয়া সে জলকে অপবিত্র করিতে না আসে— আমি তাহাদের মুখ দেখিতে চাহি না।" তখন দেখিতে দেখিতে সে স্থান গঙ্গা নদীর জলে ভরিয়া উঠিল, নদী বহিয়া চলিল, চারিদিক হইতে দেবতা ঋষিরা তাহাতে স্নান করিতে আসিলেন।

এ দিকে মুনি-ঠাকুরদিগের কাছে খবর পৌঁছিতে দেরি হইল না। তাঁহারা বলিলেন—"গৌতম গঙ্গা আনাইয়াছেন, বড় সুবিধা হইল। চল সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া আসি।" সকলে মিলিয়া ঘটা করিয়া গঙ্গা-স্নান করিতে চলিলেন। কিন্তু তাঁহারা গঙ্গার কাছে আসিবামাত্র, গঙ্গানদী হঠাৎ কোথায় মিলাইয়া গেল! ঋষিরা সকলের সম্মুখে এরূপ অপমানিত হইয়া, বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন।

বিশ্বামিত্র

রামায়ণ

মহামুনি তেজস্বী বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বপুরুষ পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল গাধি। পিতার মৃত্যুর পর, বিশ্বামিত্র বহুকাল পৃথিবী পালন করিয়া, পরমসুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে, একবার তিনি প্রায় এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া, পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হন। নানা দেশ ঘুরিয়া-ফিরিয়া, রাজা বিশ্বামিত্র একদিন বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলে, মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহাকে অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনি পৃথিবীর রাজা

হইয়া দরিদ্রের কুটীরে আসিয়াছেন, আমি ধন্য হই[illegible]। আপনি সম্মত হইলে, আপনার ও আপনার সৈন্যগণের [illegible] সৎকার করিতে ইচ্ছা করি। আমার আতিথ্য গ্রহণ ক[illegible] আমার বাসনা পূর্ণ করুন!"

রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের চরণ বন্দনা করিয়া, অতি [illegible]য়ের সহিত বলিলেন—"পূজনীয় বশিষ্ঠদেব! আপনার কথা[illegible] আমি ধন্য হইলাম; আপনার ইচ্ছা প্রকাশেই আমার সৎকার করা হইয়াছে। এখন পায়ের ধূলা এবং আশীর্ব্বাদ দিন্ আমি বিদায় হই।" বশিষ্ঠ কিছুতেই ছাড়িলেন না, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলে পর, রাজা বিশ্বামিত্রও ত[illegible]ন সম্মত হইলেন।

মুনির আশ্রমে ফল-মূলই খাদ্য, কিন্তু পৃথিবীর রাজা বিশ্[illegible] ও তাঁহার এতগুলি সৈন্যকে শুধু ফল-মূল খাওয়াইলে ত [illegible]ব না—রাজার উপযুক্ত আয়োজন করা চাই! ব্রহ্মনন্দন [illegible]হামুনি বশিষ্ঠ তখন করিলেন কি—তাঁহার একটি কামধেনু গাভী ছিল, তাহার নাম শবলা; তিনি তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "মা শবলে! রাজা বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তুমি তাঁহার উপযুক্ত সৎকারের আয়োজন কর—দেখিও যেন আমার ইজ্জৎ বজায় থাকে।"

শবলা আহারের বিরাট আয়োজন করিলেন। লুচি, মণ্ডা

পায়স, পিঠা, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সকল রকমের রাশি রাশি পর্ব্বত প্রমাণ সুমিষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা হইল। সে যে কি আয়োজন তাহার কথা আর কি বলিব! রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহার নিজের বাড়ীতে সেরূপ নানা প্রকারের উত্তম উত্তম খাদ্য কখন চক্ষে দেখেন নাই। আহারের পর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বলিলেন—"প্রভু! আপনার অতিথি-সৎকারে আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এখন আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখিতে হইবে। আপনার শবলা একটি অমূল্য রত্ন, তাহার প্রতি আমার অত্যন্ত লোভ হইয়াছে। আমি পৃথিবীর রাজা, আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শবলা দান করুন।"

রাজার কথা শুনিয়া মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিলেন—"মহারাজ! শবলা আমার অতি আদরের এবং তাহার প্রসাদে আমি যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি সকলই করিয়া থাকি। শত কোটি গাভী কিংবা লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা পাইলেও, আমি শবলাকে ছাড়িতে পারি না। শবলাই আমার সর্ব্বস্ব ও সকল সুখের কারণ—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই অনুরোধ করিবেন না।"

বশিষ্ঠ যখন কিছুতেই শবলাকে দিতে রাজি হইলেন না, তখন তেজস্বী বিশ্বামিত্রের রাগ হইল, তিনি জোর করিয়া

তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। মনের দুঃখে শবলার চক্ষে জল আসিল এবং তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—'হায়! বিশ্বামিত্রের লোকেরা আমাকে লইয়া যাইতেছে, তবু প্রভু বশিষ্ঠ কিছুই বলিলেন না! আমি তাঁহার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যে, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন!"

এইরূপ চিন্তার পর শবলা হঠাৎ রাজভৃত্যদের এড়াইয়া, হম্বা রবে চীৎকার করিতে করিতে, ঊর্দ্ধশ্বাসে বশিষ্ঠের নিকটে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'প্রভু ব্রহ্মনন্দন! আমাকে রাজা বিশ্বামিত্র কেন লইয়া যাইতেছেন? তবে কি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

বশিষ্ঠ বলিলেন—"না মা, আমি কেন তোমাকে পরিত্যাগ করিব? রাজা বলপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমি দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ, বিশ্বামিত্র পৃথিবীপতি বলশালী ক্ষত্রিয় রাজা, অক্ষৌহিণী সৈন্য তাঁহার সহায়—আমি কিরূপে তাঁহাকে বাধা দিব?"

'বশিষ্ঠ দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ' একথা শবলার মন মানিল না, তিনি বলিলেন, "প্রভু! পণ্ডিতদের মুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণের তপস্যার বলের নিকট পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ের বল অতি তুচ্ছ; সুতরাং আপনি দুর্ব্বল, একথা ঠিক নহে। আমারও ব্রহ্মবল আছে; আপনি আজ্ঞা করুন, আমি এখনই গর্ব্বিত বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছি।"

শবলার কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন—"তথাস্তু। তুমি সৈন্য সৃষ্টি করিয়া শত্রু বিনাশ কর।" অনুমতি পাইয়া শবলাও তৎক্ষণাৎ সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার 'হম্বা' রবে লক্ষ লক্ষ সৈন্য বাহির হইয়া, বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল, শত চেষ্টা করিয়াও তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, বশিষ্ঠকে আক্রমণ করিল। মহামুনি বশিষ্ঠ একবার মাত্র হুঙ্কার করিলেন, আর বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ ভস্ম হইয়া গেল!

সৈন্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে, চক্ষের সম্মুখে পুত্রগণ বশিষ্ঠের গর্জ্জন শুনিয়াই ভস্ম হইয়া গেল—বিশ্বামিত্রের লজ্জার সীমা রহিল না, তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন! তখন তিনি তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি দেশে গিয়া রাজ্যশাসন কর—আমি কোন্ লজ্জায় আর লোককে মুখ দেখাইব? এখন হইতে বনে গিয়া মহাদেবের তপস্যাই জীবনের সম্বল করিলাম।"

হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া, বিশ্বামিত্র এমনই কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি আসিয়া বলিলেন, "বিশ্বামিত্র! তোমার পূজায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।" রাজা মহাদেবকে বিনয়ের সহিত প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভু! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া

থাকেন, তবে সমস্ত ধনুর্ব্বিদ্যা আমাকে প্রদান করুন। আপনার প্রসাদে, দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির সমুদয় অস্ত্র আমার আয়ত্ত হউক।” মহাদেব ‘তথাস্তু’ বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মহাদেবের নিকট বর লাভ করিয়া, বিশ্বামিত্রের গর্ব্বের সীমাই রহিল না। তিনি ভাবিলেন, “আর কি! বশিষ্ঠের প্রাণ ত এখন আমার হাতের মুঠার মধ্যে—এইবার ভাল করিয়াই আমার অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে।”

তখন বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়া, বিশ্বামিত্র বাছিয়া বাছিয়া ভয়ঙ্কর বাণ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার আগুনে তপোবন দগ্ধপ্রায় হইল। তপোবনবাসী শত শত মুনি ঋষি, পশু পক্ষী এবং বশিষ্ঠের শিষ্যেরা, ভয়ে আশ্রম ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মহামুনি বশিষ্ঠ ‘ভয় নাই’, ‘ভয় নাই’ বলিয়া কত আশ্বাস দিলেন কিন্তু কেহই তাহা শুনিল না।—দেখিতে দেখিতে আশ্রম শূন্য হইয়া গেল। তখন বশিষ্ঠমুনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কালদণ্ডের ন্যায় ভীষণ ব্রহ্মদণ্ড হস্তে লইয়া বিশ্বামিত্রের সম্মুখে গিয়া বলিলেন—“রে দুরাচার বিশ্বামিত্র! তুই আমার পবিত্র আশ্রম নষ্ট করিলি, আজ তোর মরণ নিশ্চিত।”

গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র তখন ধনুকে আগ্নেয় অস্ত্র সন্ধান করিয়া বলিলেন, “ক্ষান্ত হও! কাহার হস্তে কাহার মৃত্যু হয়, এখনই

তাহা দেখা যাইবে।" ক্রুদ্ধ বশিষ্ঠ ব্রহ্মদণ্ড হস্তে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"রে ক্ষত্রিয়াধম! এই আমি তোর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি, তোর যতদূর শক্তি থাকে দেখা। আমার এই ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা তোর সকল অস্ত্রের দর্প নাশ করিব।"

বিশ্বামিত্র আগ্নেয় অস্ত্র ছাড়িলেন, বশিষ্ঠের চারিদিকে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু জল ছিটাইয়া দিলে আগুন যেমন নিবিয়া যায়, বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের প্রভাবে চারি-দিকের আগুন তেমনই ঠাণ্ডা হইয়া গেল! ইহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্রোধে বারুণ, ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐশিক, জৃম্ভণ, বিষ্ণুচক্র, ব্রহ্মপাশ, বায়ব্য, ত্রিশূল প্রভৃতি কত কি ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছাড়িলেন! বশিষ্ঠও তাঁহার দণ্ড দিয়া অনায়াসে সেইসকল নিবারণ করিলেন। মহাদেবের ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল বিনষ্ট হইল দেখিয়া, বিশ্বামিত্র লইলেন ব্রহ্মাস্ত্র। তাঁহার হাতে এই অতি ভীষণ অস্ত্রটি দেখিয়া দেবতারা ভয় পাইলেন, সমস্ত পৃথিবীর লোক হাহাকার করিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অব্যর্থ অস্ত্রটিকেও বশিষ্ঠ তাঁহার ব্রহ্মদণ্ড দিয়া বিফল করিয়া দিলেন! সেই সময়ে নাকি বশিষ্ঠের চেহারা বড়ই ভীষণ হইয়াছিল। তাঁহার দণ্ডের মুখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল! তখন সকলে অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, "প্রভু বশিষ্ঠদেব! আপনার তপস্যা-

লব্ধ ব্রহ্মবলের নিকট, গর্ব্বিত বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়-বল পরাস্ত হইয়াছে। এখন দয়া করিয়া আপনার এই মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি শান্ত করুন।” তখন সকলের অনুরোধে বশিষ্ঠ শান্ত ভাব ধারণ করিলেন। মহাদেবের নিকট বর পাইয়াও যখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট পরাস্ত হইলেন, তখন তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—“ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্! ব্রহ্ম-বলই পরম বল। আজ ব্রহ্মবল দ্বারা আমার শিবদত্ত ধনুর্ব্বিদ্যা এবং অস্ত্র-শস্ত্র সমস্ত বিফল হইল। সুতরাং, যেরূপ তপস্যা করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, এখন হইতে আমি সেই তপস্যা করিব!”

ইহার পর বিশ্বামিত্র এমন আশ্চর্য্য তপস্যা করিতে লাগিলেন, যে দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ‘রাজর্ষি’ করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, পুনরায় বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিলেন। তখন দেবতারা আসিয়া তাঁহাকে ‘মুনি’ বলিলেন। বিশ্বামিত্র তাহাতেই বা তুষ্ট হইবেন কেন? তিনি যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষি হইতে চান! পুনরায় তিনি তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সে অতি ভয়ঙ্কর তপস্যা—শীতে, গ্রীষ্মে, অনাহারে অনিদ্রায় মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া, বহুশত বৎসর এমনি কঠোর তপস্যা করিলেন যে, তাঁহাকে ‘ব্রহ্মর্ষি’ বলিয়া দেবতা-দিগকে মানিয়া লইতে হইল। ইহার পর দেবতারা সকলে মিলিয়া, মহামুনি বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের বন্ধুতা করাইয়া

দিলেন; বশিষ্ঠও তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন আর কথা কি! অন্য সকলেও তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া মানিল। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র তখন হইতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া, 'মহর্ষি বিশ্বামিত্র' হইলেন।

শুক্রাচার্য্যের তপস্যা

মৎস্যপুরাণ

দেবতাদিগের গুরু ছিলেন বৃহস্পতি। কথায় বলে—"বুদ্ধিতে বৃহস্পতি"। বৃহস্পতি বাস্তবিকই অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগের গুরু, তিনি নাকি ছিলেন বৃহস্পতি অপেক্ষাও অধিক বুদ্ধিমান্।

সেকালে দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে ক্রমাগত পরাস্ত হইয়া, অসুরদল নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তাহারা শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া বলিল—"প্রভু! দেবতাদিগের সঙ্গে আমরা কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছি না! তাঁহারা বড় বড় দৈত্য যোদ্ধাদিগের প্রায় সকলকেই মারিয়াছেন। এখন আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, নতুবা আমরা পৃথিবী ছাড়িয়া পাতালে চলিয়া যাইব।"

ভৃগু মুনির পুত্র পরম জ্ঞানী শুক্রাচার্য্য, দৈত্যদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তোমাদের ভয় কি? পৃথিবীতে যত ভাল ভাল ঔষধ এবং মন্ত্র আছে, তাহার সবই আমি জানি। সেগুলি যদি

তোমাদিগকে শিখাইয়া দেই, তবে দেবতারা তোমাদিগের কোনই অনিষ্ট করিতে পারিবেন না।"

এদিকে দেবতারাও ভাবিলেন, যে, শুক্রাচার্য্য যদি তাঁহার ঔষধ মন্ত্র সব অসুরদিগকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে ত আর উপায় নাই! অতএব, তাহার পূর্ব্বেই কেন আমরা অসুরকুল শেষ করিয়া ফেলি না? দেবতারা তখনই যুদ্ধের ঘটা করিয়া দৈত্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বল অসুরেরা শুক্রাচার্য্যকে সম্মুখে রাখিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল, দেবতাদিগকে গ্রাহ্যও করিল না। স্বয়ং শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগকে রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া, দেবতারাও আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না!

উপস্থিত বিপদ কাটিয়া গেলে পর, শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগকে বলিলেন, "একদিন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল তিনটাই তোমাদের ছিল। বলি রাজার যজ্ঞে বিষ্ণু বামন অবতার সাজিয়া, তিন পা জমি দক্ষিণা চাহিয়া, তিন পায়ে সমস্তই দখল করিয়া লইয়াছেন, আর বলি রাজাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। জম্ভাসুর, বিরোচন প্রভৃতি বড় বড় দৈত্য যোদ্ধা বিষ্ণুর হাতেই মারা গিয়াছে। এখন তোমরা অতি অল্প লোকই বাঁচিয়া রহিয়াছ। আমার মনে হয়, দেবতাদিগের সহিত এখন বিবাদ করিয়া কাজ নাই—কিছুকাল তোমরা চুপ করিয়া থাক। আমি মহাদেবের তপস্যা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করিব। তারপর তোমরা

পুনরায় দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিও—তখন তোমাদের জয় নিশ্চিত।

এই উপদেশ মত দৈত্যপতি প্রহ্লাদ দেবতাদিগের নিকটে গিয়া প্রস্তাব করিল—"আমরা দানবদল সকলেই অস্ত্র ছাড়িয়াছি, আমরা আর যুদ্ধ করিব না। এখন হইতে জটা বাকল পরিয়া বনে গিয়া আমরা তপস্যা করিব।" দেবতারাও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন উভয় পক্ষ অস্ত্র ছাড়িয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল।

ইহার পর শুক্রাচার্য্য মহাদেবের তপস্যায় বাহির হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে দৈত্যদিগকে বলিয়া গেলেন—"তোমরা এখন কিছুকাল আমার পিতার আশ্রমে গিয়া, সাধু সন্ন্যাসীর মত থাক। আমি মহাদেবের তপস্যা করিয়া ফিরিয়া আসি।"

শুক্রাচার্য্য কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন, "প্রভু! দেবগুরু বৃহস্পতিরও অজ্ঞাত যে সঞ্জীবনী মন্ত্র আছে, অসুরপক্ষের জয়ের জন্য, আমি সেই মন্ত্র জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন্।"

মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে, এমন মহামূল্য মন্ত্র শুক্রাচার্য্য চাহিবামাত্রই মহাদেব তাঁহাকে শিখাইয়া দিবেন—তাহাও কি হয়? তিনি বলিলেন—"এক হাজার বৎসর একটিও কথা না বলিয়া এবং কেবলমাত্র ধূম পান করিয়া যদি আমার তপস্যা করিতে পার, তাহা হইলে সঞ্জীবনী মন্ত্র তোমাকে

শিখাইব।” মহাদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, শুক্রাচার্য্য এই গুরুতর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ক্রমে এই তপস্যার কথা দেবতাদিগের কাণে পৌঁছিলে, তাঁহারা বিষম ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—“অসুরেরা এখন সন্ধি করিয়া অস্ত্র ছাড়িয়াছে; এই সুযোগে শুক্রাচার্য্য ফিরিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে।” তখনই অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া দেবতারা পুনরায় অসুরদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অসুরেরা যুদ্ধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাহারা নিরুপায় হইয়া, গুরুমাতা ভৃগুপত্নীর শরণ লইল। ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া বলিলেন—“বাছারা! তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।” দেবতারা কিন্তু তবুও অসুরদিগকে আক্রমণ করিতে ছাড়িলেন না।

ভৃগুপত্নী তখন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—“বটে! তোমাদের এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি অসুরদিগকে অভয় দিয়াছি, তবু তাহাদিগকে তোমরা বধ করিতে আসিয়াছ? আজ আমি তোমাদের দলপতি ইন্দ্রকেই মারিয়া ফেলিব!” এই বলিয়া তিনি ইন্দ্রের দিকে ছুটিলেন, দেবসৈন্যের সাধ্য হইল না, যে, তাঁহাকে বাধা দেয়। ভৃগুপত্নীর চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; তাঁহার তেজ দেখিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন!

দলপতির দুর্দ্দশা দেখিয়া, সৈন্যগণ তাঁহাকে ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তখন বিষ্ণু আসিয়া, তাড়াতাড়ি ইন্দ্রকে তাঁহার নিজের শরীরের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন। ভৃগুপত্নীর ক্রোধ তখন ভীষণতর হইয়া বিষ্ণুর উপরে পড়িল। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"আজ আর রক্ষা নাই! আমি সকলের সাক্ষাতে, এখনই ইন্দ্র ও বিষ্ণু দুই জনকেই যোগবলে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।"

এখন উপায়? বিষ্ণুর হাতে ছিল সুদর্শনচক্র, ইন্দ্র বলিলেন —"শীঘ্র সুদর্শন দিয়া উহার মাথা কাটিয়া ফেলুন।" স্ত্রীহত্যা করিতে হইবে ভাবিয়া বিষ্ণুর মনে বড় দুঃখ হইল। কিন্তু তখন আর দুঃখ করিবার সময় নাই—তিনি চক্র দিয়া ভৃগুপত্নীর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন!

এই ব্যাপার দেখিয়া, মহর্ষি ভৃগু ক্রোধে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন—"এত বড় দেবতা হইয়া তুমি অবধ্য স্ত্রীলোককে হত্যা করিলে! এই জন্য, সাতবার তোমাকে মানুষ হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।"

ভৃগুমুনি তখন তাঁহার স্ত্রীর কাটা মাথাটি তুলিয়া লইয়া, শরীরে লাগাইলেন এবং তাহাতে জল ছিটাইয়া—'দেবি তুমি জীবিত হও' এই কথা বলিবামাত্র, তাঁহার পত্নী জীবিত হইলেন। তাঁহার এই-রূপ আশ্চর্য্য তপস্যার বল দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল! ইহার পর ইন্দ্র দেবপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার

মনে আর শান্তি নাই! সমস্ত রাত্রি চিন্তায় কাটাইয়া, পর দিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁহার কন্যা জয়ন্তীকে ডাকিয়া বলিলেন—"মা, জয়ন্তি! দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভের জন্য, মহাদেবের তপস্যা করিতেছেন। ইহা পাইলে আমরা কিছুতেই অসুরদিগের সঙ্গে পারিয়া উঠিব না। তুমি গিয়া শুক্রাচার্য্যের সেবা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর।"

পিতার আদেশে জয়ন্তী, যেখানে শুক্রাচার্য্য তপস্যা করিতেছিলেন সেখানে গিয়া দেখিল, শুক্র অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছেন! তাঁহার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে এবং মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে! জয়ন্তী পরম ধৈর্য্যের সহিত বৎসরের পর বৎসর, শুক্রের সেবায় নিযুক্ত রহিল। ক্রমে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। এইরূপে হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে, শুক্রাচার্য্যের ধূমব্রত শেষ হইল। তখন মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"একমাত্র তুমিই এই কঠোর তপস্যা করিতে পারিলে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে আমি বর দিলাম—"বুদ্ধি, বল, তপস্যা এবং তোমার তেজ দ্বারা, তুমি একাই দেবতাদিগকে জয় করিতে পারিবে। যে সঞ্জীবনী বিদ্যা পাইবার জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়াছিলে, তাহাও তোমাকে দিলাম। কিন্তু, সঞ্জীবনী বিদ্যা তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" এই বলিয়া মহাদেব চলিয়া গেলেন।

মহাদেব চলিয়া গেলে পর, শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কেন তুমি আমার দুঃখে কাতর হইয়া আমার সেবা করিতেছ? তোমার মিষ্ট ব্যবহারে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি কি চাও বল, নিতান্ত কঠিন কাজ হইলেও আমি তাহা করিব।" জয়ন্তীর তখন অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল এবং মাথা নীচু করিয়া শুধু এই উত্তর দিল,—"প্রভু! আপনি ত তপোবল দ্বারাই আমার মনের কথা জানিতে পারেন?"

শুক্রাচার্য্য যোগবলে জানিতে পারিলেন, যে, জয়ন্তীর ইচ্ছা, সে তাঁহাকে বিবাহ করিয়া দশ বৎসর কাল তাঁহার সহিত সংসার-বাস করে। তিনি তখন জয়ন্তীর সহিত গৃহে ফিরিয়া গিয়া, তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং দশ বৎসর কাল তাহার সহিত পরম সুখে সংসার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি যোগ বলে অদৃশ্য হইয়া রহিলেন, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে অসুরেরা যখন শুনিল, যে গুরু শুক্রাচার্য্য মহাদেবের নিকট হইতে বর লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, তখন তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কিন্তু গুরু তখন মায়াবলে কোথায় অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছেন—কাজেই তাঁহাকে না পাইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল।

শুক্রাচার্য্যের এই অদৃশ্যবাসের সংবাদ পাইয়া, দেবতাদিগের মাথায় এক দুষ্ট বুদ্ধি খেলিল। দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্যের

রূপ ধরিয়া, দৈত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"শিষ্যগণ! তোমরা সকলে আইস, মহাদেবের প্রসাদে আমি যে বিদ্যালাভ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে শিখাইব!" দৈত্যদিগের তখন আনন্দ দেখে কে! সকলে মিলিয়া শুক্রবেশধারী বৃহস্পতির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে ক্রমে শুক্রাচার্য্যের যখন অদৃশ্যবাসের দশ বৎসর পূর্ণ হইল, তখন তিনিও দৈত্যদিগের নিকটে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, কি সর্ব্বনাশ! বৃহস্পতি তাঁহার রূপ ধরিয়া দৈত্যদিগকে ঠকাইতেছেন! এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন—"দৈত্যগণ! আমিই তোমাদিগের গুরু শুক্রাচার্য্য আর ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি, আমার রূপ ধরিয়া তোমাদিগকে ফাঁকি দিতেছেন! তোমরা ইঁহাকে ছাড়িয়া আমার নিকট চলিয়া আইস।"

দুইজনই দেখিতে ঠিক একরকম, কে যে শুক্রাচার্য্য এবং কে যে বৃহস্পতি, মূর্খ দৈত্যেরা তাহা কি করিয়া বুঝিবে? তাহারা দুইজনকেই বার বার দেখিতে লাগিল। বৃহস্পতি তখন জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন—"দৈত্যগণ! আমিই তোমাদিগের গুরু শুক্রাচার্য্য, আর ইনি দেব-গুরু বৃহস্পতি, আমার রূপ ধরিয়া তোমাদিগকে ভুলাইতে আসিয়াছেন।"

তাঁহার কথা শুনিয়া অসুরেরা এক সঙ্গে মহা কোলাহল করিয়া

বলিয়া উঠিল, "ইনিই দশ বৎসর যাবৎ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, আমরা ইঁহাকেই গুরু বলিয়া মানিয়াছি।" এই বলিয়া অসুরেরা বৃহস্পতির পায়ের ধূলা লইয়া, আগন্তুক শুক্রাচার্য্যকে শাসাইয়া বলিল—"ইনিই আমাদিগের গুরু, আমরা ইঁহার কথামতই কাজ করিব। তুমি কে হে বাপু? তোমাকে আমরা চাই না, শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাও।"

এই অপমান শুক্রাচার্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দানবদিগকে অভিশাপ দিলেন—"ওরে দুষ্ট দানবগণ! তোদের মঙ্গলের জন্য এত করিলাম, এত বুঝাইলাম, তবু মূর্খেরা আমার কথা না শুনিয়া আমার অপমান করিলি? তোদের এই অপরাধে, তোরা দেবতাদিগের নিকট পরাস্ত হইবি।" এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য চলিয়া গেলেন।

বৃহস্পতি মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যই ছিল, যাহাতে দানবেরা শুক্রাচার্য্যের বিদ্যা না শিখিতে পারে। এখন তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আবার শুক্রাচার্য্য অভিশাপও দিয়াছেন; সুতরাং এখন দেবতাদিগের আর ভয় কিসের? এইরূপে দৈত্যদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া, বৃহস্পতি নিজের রূপ ধরিয়া প্রস্থান করিলেন!

তখন অসুরেরা সবই বুঝিতে পারিল। মনের দুঃখে আর অনুতাপে তাহারা সকলে দলপতি প্রহ্লাদকে লইয়া, শুক্রাচার্য্যের

পায়ে লুটাইয়া পড়িল—কত যে কাঁদিল, কত যে অনুনয় বিনয় করিল! তাহাদিগের দুঃখ দেখিয়া শুক্রাচার্য্য গলিয়া গেলেন, তাঁহার রাগ দূর হইল। তিনি বলিলেন, "দৈত্যগণ! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, দেবতারা একবার তোমাদিগকে হারাইবেন; তোমরাও কিছুদিনের জন্য পাতালে গিয়া আশ্রয় লইবে। কিন্তু আমার বিদ্যার বলে, তোমরা আবার ফিরিয়া আসিবে এবং তখন তোমাদিগের জয় নিশ্চিত।"

ক্ষুপ ও দধীচ

(লিঙ্গ পুরাণ)

সেকালে ব্রহ্মার ক্ষুত (হাঁচি) হইতে ব্রহ্মলোকে মহা তেজস্বী ক্ষুপ রাজা জন্মিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার শত্রু অসুরদিগকে মারিবার জন্য, এই ক্ষুপকে তাঁহার বজ্র দেন। অসুর জয়ের পর ক্ষুপ, নিজের ইচ্ছায় মানুষ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া, সমস্ত পৃথিবীর রাজা হইয়াছিলেন।

রাজা ক্ষুপের পরম বন্ধু ছিলেন দধীচ মুনি। একদিন কথায় কথায় দুই বন্ধুতে তর্ক হইল—ক্ষত্রিয় বড় কি ব্রাহ্মণ বড়? ক্ষুপ বলেন ক্ষত্রিয় বড়, দধীচ বলেন ব্রাহ্মণ বড়। ক্রমে তর্ক

অনেক দূর গড়াইলে পর, মুনিবর দধীচ রাগিয়া ক্ষুপের মাথায় এক প্রচণ্ড ঘুঁসি মারিলেন। তেজস্বী ক্ষুপ এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, বজ্রের আঘাতে দধীচের শরীর চুরমার করিয়া দিলেন!

দধীচ মুনি মড়ার মত মাটিতে পড়িয়া, মনে মনে শুক্রাচার্য্যকে স্মরণ করিলে, শুক্রাচার্য্য আসিয়া সঞ্জীবনী মন্ত্রের বলে তাঁহাকে সুস্থ করিয়া, পরামর্শ দিলেন—তুমি মহাদেবকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট কর এবং তাঁহার নিকট বর লইয়া তুমি অমর হও। আর প্রার্থনা কর, তোমার শরীরের হাড়গুলি যেন বজ্রের মত শক্ত হয়।"

মহর্ষি ভার্গবের উপদেশে, দধীচ কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলে পর, মহাদেব তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন—"বৎস! আমি তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়াছি, এখন কি বর চাও বল!" দধীচ করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু! আমাকে যেন কেহ বধ করিতে না পারে এবং আমার শরীরের হাড়গুলি যেন বজ্রের মত কঠিন হয়।" মহাদেব "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

আর কথা কি! বর পাইয়া দধীচ নির্ভয়ে ক্ষুপ রাজার নিকটে গিয়াই, তাঁহার মাথায় সজোরে এক লাথি মারিলেন! ক্ষুপও তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুকে বজ্র ছুড়িয়া মারিলেন বটে, কিন্তু

তাহাতে দধীচ মুনির কোনই অনিষ্ট হইল না! রাজা ক্ষুপ দধীচের ক্ষমতা দেখিয়া একেবারে অবাক্! এদিকে দারুণ অপমানে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশে অতি কঠিন তপস্যা করিতে লাগিলেন। পূজায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দিলে পর, রাজা ক্ষুপ বলিলেন—'হে প্রভু! দধীচ নামে এক ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি মহাদেবের বরে সকলের অবধ্য। সেই দধীচ আমার সভায় আসিয়া, সকলের সমক্ষে আমার মাথায় পদাঘাত করিয়াছেন। আর ভারি অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছেন—'আমি কাহাকেও ভয় করি না'। এখন, আমি তাঁহাকে জয় করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে চাই—আপনি ইহার উপায় করিয়া দিন্।"

ইহা শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন—"দধীচ শিবের ভক্ত এবং তাঁহার বরে অবধ্য; সুতরাং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইতেছি না। আর আমার ভয় হয়, কোনরূপ চেষ্টা করিতে গেলে হয়ত মুনি রাগিয়া আমাকেও শাপ দিবেন! যাহা হউক, তবু আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, তোমার উপকার করিতে পারি কি না।"

ইহার পর বিষ্ণু, ব্রাহ্মণের বেশে দধীচের আশ্রমে গিয়া বলিলেন—"হে শিবভক্ত মুনিঠাকুর! আমি আপনার নিকট

দধীচকে বধ করিবার জন্ত সুদর্শন চক্র উঠাইলেন। পৃঃ ১২৬

একটি বর চাই, আমাকে সেই বর দিন্।" দধীচ বিষ্ণুর চতুরতা ও ছদ্মবেশ বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন—"ঠাকুর। আর কেন, এখন ব্রাহ্মণ-রূপ ছাড়ুন। মহাদেবের অনুগ্রহে আমি সবই বুঝিতে পারিয়াছি—আপনি ক্ষুপ রাজার পূজায় তুষ্ট হইয়া, ভক্তের মান রক্ষার জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন। কিন্তু মহাদেবের অনুগ্রহে পৃথিবীতে দেব, দৈত্য, দ্বিজ কাহাকেও ভয় করি না! আমার ভয়ের যদি কোন কারণ থাকে তবে বলুন।" তখন বিষ্ণু নিজরূপ ধরিয়া বলিলেন—"হে দধীচ! তুমি যাহা বলিলে সবই সত্য, কিন্তু আমার আদেশে একবার ক্ষুপ রাজার সভায় গিয়া বল—'আমি ভয় পাইতেছি'।"

শিবভক্ত দধীচ বলিলেন—"আমি সে কথা বলিতে পারিব না, কারণ, মহাদেবের প্রসাদে আমি কাহাকেও ভয় করি না।" এই কথা শুনিয়া ক্রোধে বিষ্ণুর শরীর জ্বলিয়া গেল, তিনি দধীচকে বধ করিবার জন্য সুদর্শন চক্র উঠাইলেন। কিন্তু দধীচ মুনির তেজে সুদর্শন চক্র নিস্তেজ হইয়া গেল! তখন মুনিবর দধীচ একটু হাসিয়া বলিলেন—"হে প্রভু! পূর্ব্বকালে আপনি শিবের নিকট হইতে এই চক্র পাইয়াছিলেন; সুতরাং চক্র আমাকে আঘাত করিবে না। অতএব, ব্রহ্মাস্ত্র কিংবা অন্য কোন মহা অস্ত্র দ্বারা আমাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করুন।" এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু নানারূপ অস্ত্র দ্বারা, দধীচিকে আঘাত

করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহায় হইলেন সমস্ত দেবতাগণ আর দধীচ মুনি একা। তখন দধীচ মুনি করিলেন কি, এক মুঠা কুশ লইয়া মহাদেবকে স্মরণপূর্ব্বক, দেবতাগণকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলেন। তখন এক ভারি অদ্ভুত কাণ্ড হইল। দধীচের সেই একমুঠা কুশ, ভয়ঙ্কর ত্রিশূল হইয়া দেবতাদের দিকে ছুটিল। ত্রিশূলের মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে আগুন বাহির হইয়া, দেবতাদিগকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ যে সব অস্ত্র ছাড়েন, তাহারা সকলে ত্রিশূলকে প্রণাম করে! ইহা দেখিয়া দেবতারা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

দেবতারা পলায়ন করিলে পর, বিষ্ণু নিজের শরীর হইতে তাঁহারই মত বলবান্ লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত সৈন্যগণ দধীচ মুনির তেজে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্ম হইয়া গেল! এই সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া, বিষ্ণুকে যুদ্ধ করিতে বারণ করিলেন। বিষ্ণু তখন আর কি করেন, ব্রহ্মার কথায় যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন এবং মুনি ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া, সেখানে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না।

ইহার পর ক্ষুপরাজা দধীচ মুনির বন্দনা করিয়া বলিলেন—"হে ঠাকুর হে সখা! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" দধীচ মুনি ক্ষুপরাজাকে ক্ষমা করিলেন বটে কিন্তু বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণকে

শাপ দিলেন—"দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ শিবের কোপানলে বিনষ্ট হইবে।"

দেবতাগণকে শাপ দিয়া দধীচ ক্ষুপকে বলিলেন—"মহারাজ! দেখিলেন ত? আমার কথাই ঠিক হইল ব্রাহ্মণই প্রকৃত বলবান্ এবং ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বড়।" এই বলিয়া দধীচ নিজের আশ্রমে চলিয়া গেলেন।